জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জয়যাত্রা ২০০৯-২০২৩

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে

স্মার্ট বাংলাদেশ

বিনির্মাণের জয়যাত্রা
২০০৯-২০২৩

পৃষ্ঠপোষক
জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উপদেষ্টা
মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

রণজিৎ কুমার
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সম্পাদনা
মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন
হাসান বেনাউল ইসলাম
সামি আল মেহেদী

সার্বিক সহযোগিতা
মোঃ আতাউর রহমান খান এনডিসি
যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

এ.টি.এম. জিয়াউল ইসলাম
যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

অজিত কুমার সরকার
কমিউনিকেশন স্পেশালিষ্ট, ইডিজিই প্রকল্প

অলংকরণ
মঈন আহমেদ

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২৩

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ictd.gov.bd ICT DIVISIONBD ICT DIVISION ICT Division

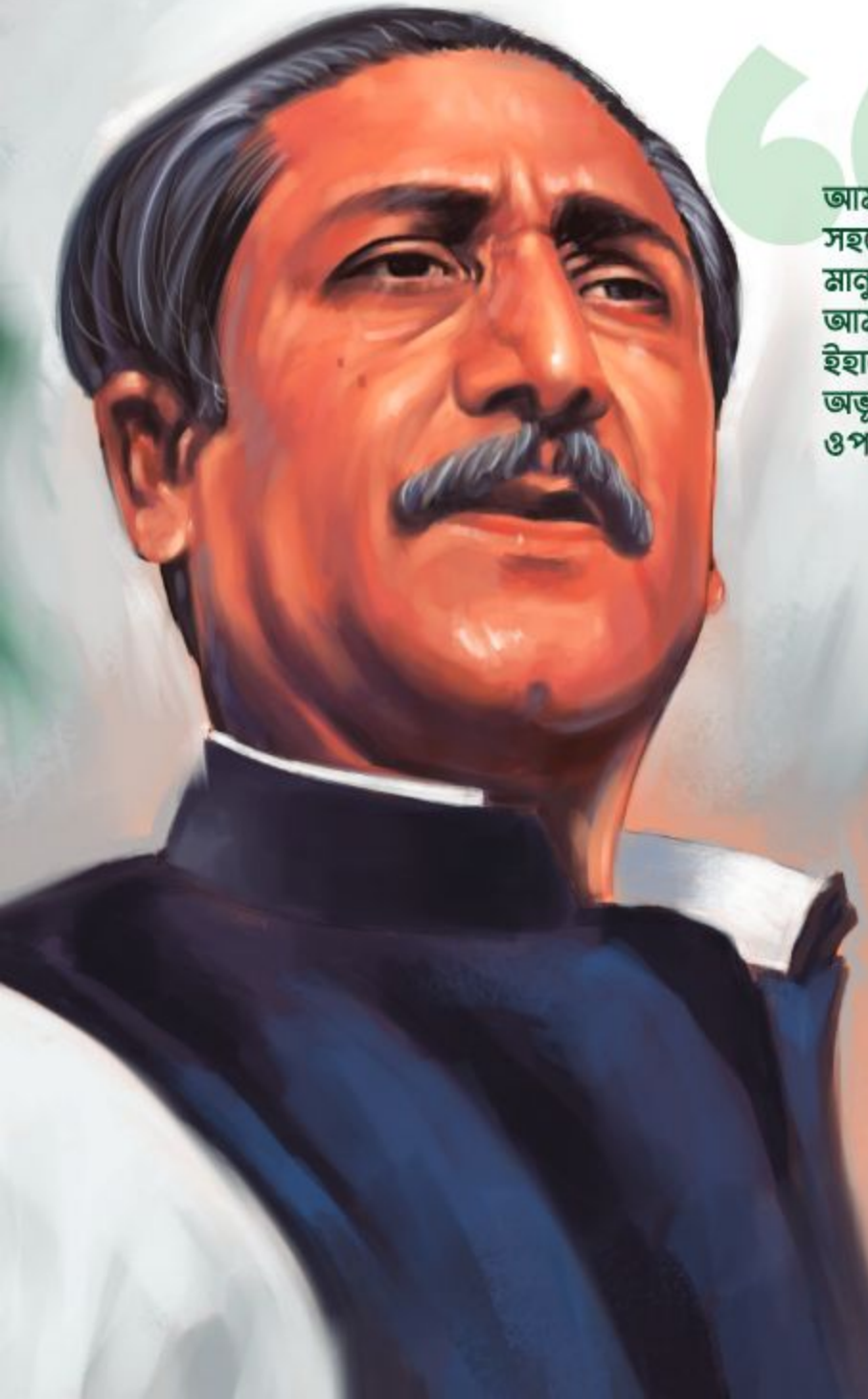

“আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকান্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজস্ব শক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।”

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“আমরা ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো। আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে চলে যাবো।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি
ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং
আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি

“স্মার্ট বাংলাদেশ এমন একটি ধারণা, যা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নানাবিধ সুবিধা বয়ে আনবে। আমাদের অনুমান, এর মাধ্যমে প্রতি বছর বাংলাদেশের নাগরিকদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ সাশ্রয় হবে।”

সজীব ওয়াজেদ জয়
আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জয়যাত্রা

সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ আজ এক 'উন্নয়ন-বিস্ময়'। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান স্বাধীনতার স্থপতি এবং বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা'র আধুনিক রূপ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নীত করেছেন এক বিস্ময়কর উচ্চতায়। কীভাবে বদলে গেল বাংলাদেশ? কোন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো? তাঁর অনুপ্রেরণার উৎসই বা কী? প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুই তাঁর সকল অনুপ্রেরণার উৎস। প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য খাতে গৃহীত নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর হাতেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে রূপকল্প-২০২১ মাধ্যমে আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্য আয়ের জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, দূরদর্শিতা এবং সর্বোপরি অসামান্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর স্বপ্নপূরণ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের কাজটি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। বিশ্বের কাছে তিনি "আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ" নামে সর্বাধিক পরিচিত।

বদলে যাওয়া বাংলাদেশের পোস্টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্পই দেননি, তিনি সেই রূপকল্প বাস্তবায়নের কৌশল, অগ্রাধিকার, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং এর ভিত্তি তুলে ধরেছেন। 'তথ্যপ্রযুক্তি খাতে 'দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন', 'সুলভ মূল্যে সবার জন্য ইন্টারনেট কানেকটিভিটি নিশ্চিতকরণ', 'জনগণের দোরগোড়ায়

স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং 'তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ' -মূলত এ চারটি ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি।

তথ্যপ্রযুক্তিকে আলাদা খাত হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সব ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার ফলেই বাংলাদেশ আজ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, ব্যাংকিং, প্রশাসন, উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানসহ সব খাতে সমানভাবে উন্নতি করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। তাইতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের এই বাংলাদেশ যেকোনো সময়ের চেয়ে উন্নত, আধুনিক এবং অবশ্যই নিরাপদ।

গত ১৪ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। মাত্র ১ মেগাবাইট ইন্টারনেটের দাম যেখানে ছিল ৭৮ হাজার টাকা, আজ সেটা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২০০ টাকায়। এ সুবিধা শুধু ঢাকা শহরের জন্যই নয়, ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে স্বল্পমূল্যে উচ্চ গতির ইন্টারনেট। সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবাটি যেন সুবিধামত সময়ে, জায়গায় এবং মাধ্যমে নিতে পারে সেজন্য ২০০০ সেবাকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার ফলে এ খাতে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের আবারও স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এবারের স্বপ্ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের উন্নত, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্প অনুযায়ী স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা -এ চারটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ।

স্মার্ট নাগরিক:

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক হবেন বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতাসম্পন্ন। নাগরিকদের দক্ষতা উন্নয়নে থাকবে ব্লেনডেড শিক্ষা এবং ডিজিটাল পাঠক্রম। স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহারে দক্ষ নাগরিকদের সব ধরনের সেবা গ্রহণের জন্য থাকবে সার্বজনীন আইডি। নাগরিকগণ ই-পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে সব ধরনের সেবা তৈরি এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় দায়িত্বশীলতার সাথে অংশগ্রহণ করবেন।

স্মার্ট অর্থনীতি:

স্মার্ট বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে ক্যাশলেস, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনমুখী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অবশ্যই শতভাগ নিরাপদ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স/মেশিন লার্নিং, সাইবার নিরাপত্তা, রোবটিক্স, সেমি-কন্ডাক্টর, ইলেকট্রিক বাহন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভাবন ও গবেষণায় গড়ে তোলা হবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স। ২০৪১ সাল নাগাদ নাগরিকদের গড় মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার আর দারিদ্র্যের হার নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়।

স্মার্ট সরকার:

স্মার্ট সরকার ব্যবস্থার মূল ধারণা হবে "যখন যেখানে দরকার, তখন সেখানে সরকার"। সরকারকে দেখা যাবে না কিন্তু সরকার তার সব ধরনের সেবা নিয়ে সব সময় নাগরিকের সাথে থাকবে। স্মার্ট সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হবে নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, কাগজবিহীন, উপাত্তনির্ভর, সমন্বিত এবং স্বয়ংক্রিয়। ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ব্যবস্থা, পরিবহনসহ জরুরি খাতসমূহ হয়ে উঠবে পুরোপুরি স্মার্ট এবং অবশ্যই নাগরিকবান্ধব।

স্মার্ট সমাজ:

স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা হবে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, সহনশীল এবং সহযোগিতামূলক। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে জাতি, ধর্ম, বয়স, পেশা, সামাজিক অবস্থা, শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধায় সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। ডিজিটালি দক্ষ এবং সংযুক্ত নাগরিকগণ সম্মিলিতভাবে উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন।

আমরা বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্প এবং তাঁর উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়-এর নেতৃত্বে নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ একটি উচ্চ আয়ের, উন্নত, উদ্ভাবনী স্মার্ট দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।

জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো

সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির সম্প্রসারণ ও হাই-টেক/আইটি পার্ক নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলা

দক্ষ মানবসম্পদ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা

ই-গভর্নমেন্ট

প্রচলিত পদ্ধতি ও সেবার ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

আইসিটি খাতের বিকাশ, বিদেশে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা

VISION 2021 TOWER-1
SOFTWARE TECHNOLOGY PARK

কানেকটিভিটি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন

- ১৮, ৪৩৪ অফিসে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট
- ১৭, ৩৮০ সরকারি অফিসে ফ্রি ওয়াইফাই
- ২৬০০ ইউনিয়নে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ
- ২৭,৫০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল
- ১০০০ পুলিশ অফিসে ভিপিএন সংযোগ
- ৯০০+ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

"নাঈমা"র কাছে এটা লাখ টাকার সমান'

-নাঈমা জান্নাত কুদরতি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ সরকারী বৃন্দাবন কলেজে ম্যানেজমেন্ট চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নাঈমা জান্নাত কুদরতি। মৃদুভাষী নাঈমা সব সময় হাসি-খুশি আর আনন্দে থাকে। কিন্তু হাসি-খুশি আর আনন্দে থাকলেও নাঈমার জীবনে রয়েছে কষ্ট, যন্ত্রণা। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে সে মাসকুলার ডিস্ট্রফিতে আক্রান্ত। প্রায় সময়ে শরীরে ব্যথা থাকে। মাঝে মাঝে ব্যথার তীব্রতা এতো বেশি হয় যে, নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকেনা। মেয়ের শরীরে এমন অসহনীয় ব্যথা বাবা-মা সহ্য করতে পারেন না, মেয়ের আড়ালে চোখের পানি গোপন করেন। নাঈমা বেশিরভাগ সময়ে একা চলাফেরা করতে পারলেও ব্যথা বেড়ে গেলে তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়। মাঝে মাঝে নাঈমার মনে হয় "আমি আর কতদিন অন্যের বোঝা হয়ে থাকবো?'

চার ভাইবোনের মধ্যে নাঈমা দ্বিতীয়। মা মানোয়ারা বেগম একজন গৃহিনী। মোটামুটি সাধারণ একটা পরিবার তাঁদের। মেয়ের জন্য শিক্ষক বাবার যেন একটু বেশীই চিন্তা যে, কিভাবে তার মেয়েটাকে একটু ভাল রাখা যায়। তাই তিনি প্রতিবন্ধী এবং অসহায় মানুষের জন্য কোথায় কী কী সুযোগ সুবিধা আছে তা খুঁজতেন। নাঈমার বাবা একদিন তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) Empowerment of Persons with Disabilities Including NDD through ICT নামে একটা প্রকল্পে নাঈমার মতো যারা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সময় ক্ষেপণ না করে বাবা তাঁর মেয়েকে সিলেটে বিসিসি'র আঞ্চলিক অফিসে নিয়ে গেলেন এবং ভর্তি করে দিলেন। সেখান থেকে তৃতীয় ব্যাচে বেসিক কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন করে নাঈমা। তার মেধার কারণে সে এ্যাডভান্স কোর্সে অংশগ্রহণ করবার জন্য নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে জিডিএম (এ্যাডভান্স কোর্স) এর প্রথম ব্যাচেও সে অংশগ্রহণ করে। এই কোর্স শেষ হবার ঠিক পরপরই কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায়। সব কিছু থেমে গেলেও থেমে থাকার পাত্রী নয় নাঈমা। এবার বিসিসি'র আরেকটি প্রকল্প থেকে নাঈমা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটি সম্পন্ন করে।

ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ করে নাঈমা প্রতি মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা আয় করছে। নাঈমা বলে "এটা আমার কাছে লাখ টাকার সমান। মহামারির মধ্যে যখন সবাই কাজ হারাচ্ছে তখন এই ১৫ হাজার টাকা আসলেও আমার কাছে অনেক বড়।" একটানা লম্বা সময় একভাবে বসে থেকে কাজ করা নাঈমার জন্য বেশ কষ্টকর, সে জন্য তার আয় একটু কম। নাঈমা বলে, "করোনার সময় সব বন্ধ হলেও ইন্টারনেট ঠিকই চালু ছিল। গ্রামের বাড়িতে এমন ইন্টারনেট না পেলে আমি কিছুই করতে পারতাম না।" এখন নাঈমা আর কারো বোঝা নয়, এই ভাবনাটা তাকে দারুণ উদ্দীপ্ত করে। নাঈমার স্বপ্ন, ভবিষ্যতে সে আরও দক্ষ হয়ে সুবিধা- বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিবে।

কানেকটিভিটি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন

যে চারটি ভিত্তির উপর ডিজিটাল বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে কানেকটিভিটি ও অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম। একে একটি মজবুত অবস্থানে নিয়ে যেতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যেসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ৮টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২২৭টি অফিস এবং ১৮৪৩৪টি দপ্তর একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় সংযুক্ত। ১৭,২৯৩টি সরকারি দপ্তরে রয়েছে ওয়াই-ফাই জোন
- পঁচিশ হাজার (২৫,০০০) সরকারি কর্মকর্তাকে ট্যাব প্রদান
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা দিতে ৪৮৭টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল
- জেলা ও উপজেলাগুলোর মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনের করতে মোট ৮৮৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর উদ্যোগে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রংপুর এই ৮টি স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা স্বল্পমূল্যে উন্নত প্রশিক্ষণ পাচ্ছে
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে ৩৫৪৪টি কম্পিউটার ল্যাব এবং ১০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে ২৭ টি সাইবার সেন্টার
- জাতীয় ডেটা সেন্টারের সংরক্ষণক্ষমতা বাড়িয়ে ২০ পেটাবাইট করা এবং এখান থেকে ৬৩০টি ডোমেইনে ১ লক্ষ ৫৫ হাজারের বেশি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে
- গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে অবস্থিত বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) সেন্টারটিকে Bangladesh Data Center Company Limited হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়
- 'ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের উদ্যোগে ২৭ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে ৬৩ জেলার, ৪৮৮ উপজেলায় এবং ২৬০০ ইউনিয়ন পরিষদে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা এবং বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০ অফিসে নিশ্চিত করা হয়েছে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ
- ৫৬৩টি দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে "কানেক্টেড বাংলাদেশ" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
- বাংলাদেশ-কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব আইসিটি (বিকেআইআইসিটি) স্থাপন করা হয়েছে। ইন্টারনেট সুবিধাযুক্ত ১১টি আধুনিক ল্যাবে ২০০৪ সাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে
- স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে
- ইনোভেশন ডিজাইন এবং অন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি (iDEA) প্রকল্পের কো-ওয়ার্কিং স্পেসে ৯০টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের ২২২ জন স্টার্টআপ প্রতিনিধি বিনামূল্যে কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস ব্যবহার করছে
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনমুখী করে গড়ে তুলতে ১৩৮টি ইনোভেশন ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে এসব ল্যাবে ৯৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৬টি প্রকল্প তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে
- জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৬৪২টি প্রতিষ্ঠানকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে
- মোবাইল গেমস এন্ড অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি বিশেষায়িত গেইমিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ৩০টি জেলায় সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে ৩২টি বিশেষায়িত টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে
- দ্বীপজেলা কক্সবাজারের মহেশখালীর মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে 'ডিজিটাল মহেশখালী আইল্যান্ড' গড়ে তোলা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে তিনটি ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সোলার প্যানেল স্থাপন, এবং অনলাইন স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে ইংরেজি বিষয়ের ওপর দূর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে

হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশ ও বিস্তার, মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ করছে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর, গাজীপুর

- আয়তন: ৩৫৫ একর
- বিনিয়োগকারী কোম্পানি: ৮২টি
- কর্মসংস্থান: ৪০০০+ জন
- মোট ১২টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ
- দেশের প্রথম Bio-Tech কোম্পানি হিসেবে Oryx Bio-Tech Ltd. কে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ১.৬৫ লক্ষ বর্গফুট রেডি স্পেসসহ ২৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান
- পার্কের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়েছে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার

উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার, মোবাইল ফোন, গাড়ি সংযোজন, সিসি ক্যামেরা, কিডনি ডায়ালাইসিস মেশিন তৈরি এবং ব্যাটারি, স্মার্ট টিভি, ল্যাপটপ, এটিএম মেশিন ইত্যাদি তৈরি।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

- দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক
- বিনিয়োগকারী কোম্পানি: ৫৯টি
- ১৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টি-টেন্যান্ট বিল্ডিং, ১২ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি বিল্ডিং এবং ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার
- কর্মসংস্থান: ১৬০০ জন
- মোট ১২টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ

ই-কমার্স, সফটওয়্যার তৈরি, কল সেন্টার সেবা, প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি কাজ হয়ে থাকে এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক থেকে।

ভিশন ২০২১ টাওয়ার-১ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র কারওয়ানবাজারে অবস্থিত
- আয়তন: ৭২ হাজার বর্গফুট (মাল্টি-টেন্যান্ট সুবিধাসহ)
- বিনিয়োগকারী কোম্পানি: ১৮টি
- মোট ১০টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে স্পেস বরাদ্দ
- কর্মসংস্থান: ১১০০ জন

উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ই-কমার্স, সফটওয়্যার তৈরি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, কল সেন্টার সেবা, ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত ৩০.৬৭ একর আয়তনের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কে রয়েছে:

- প্রায় ৩ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের (১০ তলা মাল্টি-টেন্যান্ট ভবন) জয় সিলিকন টাওয়ার
- ৫ তলা ভবন বিশিষ্ট "শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার"
- ৮টি আইটি কোম্পানিকে স্পেস এবং ৪টি স্টার্টআপকে কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ,
- প্রায় ৫০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট

সিলেট শহরের উপকণ্ঠে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় নির্মাণ করা হয়েছে এই হাইটেক পার্ক:

- আয়তন: ১৭১ একর
- জমি বরাদ্দ পেয়েছে: ১০টি প্রতিষ্ঠান
- পেস্পস বরাদ্দ পেয়েছে: ৪টি প্রতিষ্ঠান ও ১৩টি স্টার্টআপ কোম্পানি
- বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান: ১৪টি
- পূর্ণদ্যোমে চালু হলে এ পার্কে প্রায় ৫০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, চট্টগ্রাম

- এই পার্কটি চট্টগ্রামের সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক মার্কেটে প্রতিষ্ঠিত
- আয়তন: প্রায় ৯০ হাজার বর্গফুট মাল্টি-টেন্যান্ট ভবন,
- স্পেস বরাদ্দ পেয়েছে: ১২টি প্রতিষ্ঠান
- কর্মসংস্থান: ১৫০০ জন
- ৩৫টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে কো-ওয়ার্কিং স্পেস প্রদান
- উল্লেখযোগ্য সেবা/ পণ্য, কল সেন্টার এবং সফটওয়্যার তৈরি

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর

পরিত্যক্ত জেলখানার ৪টি ভবন মেরামত ও আধুনিকায়ন এবং ইনকিউবেশন ও ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

- এক একর জায়গায় নির্মিত পার্ক
- স্পেস বরাদ্দ পেয়েছে: ৪টি কোম্পানি
- ১০টি স্টার্টআপ কাজ করছে
- ৪০ জনের বেশি তরুণের কর্মসংস্থান

শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে "শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর" যা দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক পরিপূর্ণ বিজনেস ইনকিউবেটর।

- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ১০ তলা ইনকিউবেটর ভবন
- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৬ তলার দুটি পৃথক ডরমেটরি
- আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া এবং সরকারের সমন্বয়ে নলেজ হাব

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, কুয়েট

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ইনকিউবেসন সেন্টার।

- স্পেস বরাদ্দ পেয়েছে: ৬টি কোম্পানি
- কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ পেয়েছে: ৮টি স্টার্টআপ কোম্পানি
- কর্মসংস্থান: ১০০ জনের
- আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া এবং সরকারের সমন্বয়ে অন্যতম নলেজ হাব

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষিত ল্যাব

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ মোট ৩৩টি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্ক ডিজাইন, আইওটি ডিভাইস ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, থ্রিডি (3D) প্রিন্টিং ডিপ লার্নিং ও মেশিন লার্নিং উল্লেখযোগ্য।

প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলায় "শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউকেশন সেন্টার" স্থাপন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে ৮টি জেলায় (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নাটোরের সিংড়া, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, বরিশাল, মাগুরা, নেত্রকোনা ও রংপুরের পীরগঞ্জ) শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এসব ইনকিউবেশন সেন্টারে ১০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পের আওতায় ১১টি জেলায় (মেহেরপুর, মানিকগঞ্জ, ভোলা, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, নারায়ণগঞ্জ, বান্দরবান, দিনাজপুর ও চাঁদপুর) আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরো ১৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পৃথক আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৪টি জেলায় (হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নড়াইল, টাঙ্গাইল, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারি, নোয়াখালী, ফেনী ও পটুয়াখালী) আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১২টি জেলায় জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন

জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ১২ টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপন করা হবে। জেলাসমূহ হচ্ছে রংপুর, নাটোর (সিংড়া), খুলনা, বরিশাল, ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), গোপালগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা (সদর দক্ষিণ), চট্টগ্রাম, কক্সবাজার (রামু) ও সিলেট (কোম্পানিগঞ্জ)। এছাড়াও এ সকল আইটি পার্কের জনবলের চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মোট ৩০ হাজার তরুণ-তরুণীদের আইটি/আইটিইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ সকল আইটি পার্কে মোট ৬০ হাজার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

একটি প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত ও স্মার্ট দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ অবকাঠামো হিসেবে সারাদেশে ১১১টি (সরকারী-৯২টি ও বেসরকারী-১৯টি) হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি পার্ক/ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যান্য অবকাঠামো:

ইনফো সরকার প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হয়েছে ২৫৪টি এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টার (এআইসি) এবং ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার

ওয়ান স্টপ সার্ভিস:

হাইটেক পার্কের বিনিয়োগকারীদের সুবিধা দিতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় ১৪৮ সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার মধ্যে ৬৫টি সেবা পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব:

সৌদি আরবে ১৫টিসহ সারাদেশে মোট ১৩ হাজার "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে

ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব:

৬৫টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৯টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) বিদেশি ভাষায় প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে

স্কুল অব ফিউচার:

প্রতিটি সংসদীয় আসনে ১ টি করে মোট ৩০০ টি "স্কুল অব ফিউচার" প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ পর্যায়ে

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ৬ লক্ষ ৫০ হাজার আইটি ফ্রিল্যান্সার
- ৩ লক্ষ সফটওয়্যার শিল্পে কর্মরত
- ৩ লক্ষ ই-কমার্সে কর্মসংস্থান
- ৫০ হাজার হার্ডওয়্যার শিল্পে কর্মরত
- ৭০ হাজার বিপিও খাতে কর্মসংস্থান
- ৫৬ হাজার বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এলআইসিটি থেকে
- ২৮ হাজার হাইটেক পার্কে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান
- ৯০ হাজার সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
- ১৩ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব
- ৫ হাজার বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রশিক্ষণ

‘মাদ্রাসা থেকে ডলার আয় আসলে কিন্তু বিশ্বজয়’

-মিনহাজ উদ্দীন, উদ্যোক্তা, শেরপুর

শেরপুর জেলার নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান মিনহাজ উদ্দীন কওমী মাদ্রাসা থেকে কোরআনের হাফেজ ও দাওরায়ে হাদীস শেষ করে বেকার বসে ছিলেন। মিনহাজ নিজের হাত খরচ চালাতেন টিউশনি করে। বাবা-মা ও ছোট বোনকে নিয়ে সংসার চালাতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। সকল বাঁধা অতিক্রম করে সেই মিনহাজ আজ জেলার সফল ফ্রিল্যান্সার ও আইটি উদ্যোক্তা।

তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহ থাকায় মিনহাজ কম্পিউটারের বেসিক কোর্স শেষ করে একটা কিছু করার আশায় বসে ছিলেন। এরপর ২০১৬ সালে হঠাৎ একদিন ফেসবুকে দেখলেন শেরপুর সরকারি কলেজে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। ক্যারিয়ার ক্যাম্পে যোগ দিয়ে মিনহাজ জানতে পারলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্প বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে। মিনহাজ প্রশিক্ষণে যোগ দিলেন এবং কোর্স শেষ হবার আগেই আমেরিকান একটা কোম্পানিতে কাজের সুযোগ পেলেন। মিনহাজ মনে করেন এই প্রশিক্ষণ ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মাইলস্টোন।

সততা আর নিষ্ঠার কারণে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সফল হতে মিনহাজের বেশিদিন সময় লাগেনি। একজন ওয়েব ডেভলপার হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে আপওয়ার্কসহ বেশ কিছু মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন। শুধু নিজের জীবন-মানের পরিবর্তনই নয়, মিনহাজ চেয়েছেন তাঁর মত মাদ্রাসা ছাত্ররাও ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ুক। তিনি বলেন, "আমাদের দেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের একটাই স্বপ্ন, তাঁরা হয় মসজিদে অথবা মাদ্রাসায় চাকুরি করবেন। আমি চেয়েছিলাম তাঁরা এমন মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসুক, উৎপাদনশীল কিছু একটা করুক।" সেই ভাবনা থেকে মিনহাজ তাঁর জেলায় 'আইটি টাচ ইন কওমি মাদ্রাসা' নামে একটি কর্মসূচি হাতে নেন। এই কর্মসূচির আওতায় মিনহাজ প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থীকে আইটি ফ্রিল্যান্সিং এর প্রশিক্ষণ দেন। এদের মধ্যে ২০০ জন ফ্রিল্যান্সার উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন। একেকজন উদ্যোক্তার মাসিক গড় আয় ৫০০ থেকে ১০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত।

বর্তমানে মিনহাজের সাথে কাজ করছেন ২০ জন তরুণ যারা প্রতিমাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা উপার্জন করছেন। অনেকের অনুপ্রেরণা মিনহাজ এলাকায় ঘুরে ঘুরে তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ক্যারিয়ার গড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। আর এসব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন জেলা প্রশাসক উদ্যোক্তা পুরস্কার, সোশ্যাল ফাউন্ডেশন পুরস্কার, রাইজিং ইয়ুথ পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কার। মিনহাজ বলেন, 'বেশিরভাগ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র মনে করেন তাদের জীবনে এতো বেশি শিক্ষা বা দক্ষতার দরকার নাই। এটা একটা ভুল ধারণা। আমাদের এসব চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।' মিনহাজ বিশ্বাস করেন, তাঁর মতো একজন মাদ্রাসা ছাত্র যদি ডলারে আয় করতে পারে, তবে অন্য যে কারো পক্ষেই এটা করা সম্ভব।

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন:

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের আওতায় গত ১৫ বছরে আইটি ফ্রিল্যান্সিং-এ সাড়ে ৬ লক্ষ, সফটওয়্যার শিল্পে আইটি ফ্রিল্যান্সার, সফটওয়্যার শিল্পে ৩ লক্ষ, হার্ডওয়্যার শিল্পে ৫০ হাজার, বিজনেস প্রসেস আউটসোরসিং (বিপিও) খাতে ৭০ হাজার, ই-কমার্সে ৩ লক্ষ এবং রাইড শেয়ারিং, ফিনটেক, এডুটেক, ইন্টারনেট সার্ভিস ইত্যাদি খাতে ২০ লক্ষের বেশি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় যেসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তুলে ধরা হলো:

কর্মসংস্থান উপযোগী:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ১০,৪০৩ জন নারীসহ মোট ৩৫,৬০০ জন ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদী কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে

লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি)' প্রকল্পের ফাউন্ডেশন ও টপ-আপ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নেয়া ৩০,৯৫৪ জনের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

এলআইসিটি প্রকল্পের FTFL কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ (অ্যান্ড্রয়েড, পিএইচপি, ডটনেট, ওয়েব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড বিগ ডেটা, সিকিউরিটি অ্যান্ড ইথিকাল হ্যাকিং) পাওয়া ২,৬১০ জনের মধ্যে ২২৪৪ জনের চাকুরি লাভ

এলআইসিটি প্রকল্পের সহায়তায় Women and e-Commerce (WE) আয়োজিত মাস্টারক্লাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৩,৫০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করা হয়েছে

জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৬৫ জন আইটি ইঞ্জিনিয়ারকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। এদের মধ্যে ১৯০ জন জাপানে এবং ৭৫ জন জাপান-ভিত্তিক বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন

এলআইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন প্রশিক্ষণ প্লাটফর্ম কোর্স-এরা'র চার হাজার কোর্সে ৮,৪৬৪ জনকে সার্টিফিকেট কোর্স করার সুযোগ করে দেয়া হয়

এলআইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে ফেসবুকের সাথে যৌথভাবে ১৩,০০০ জনকে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধাপে দেশের ৬৪ জেলা থেকে ৪১ হাজার ৬০০ জন নারীসহ মোট ১ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার বানানো হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রিল্যান্সারদের আয় প্রায় ৪৩ লক্ষ মার্কিন ডলার

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ফর স্কিলস, এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড অন্ট্রাপ্রেনারশিপ-নাইস (nise.gov.bd) হলো একটি ম্যাচমেকিং ডেটা প্ল্যাটফর্ম, যা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, একাডেমিয়া/দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনলাইনে ম্যাচমেকিং ঘটায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি/নিয়োগকর্তা ও চাকুরিদাতা ওয়েবসাইটের সাহায্যে ২ লক্ষ ৭৪ হাজারেরও বেশি বেকার তরুণদের চাকুরির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে:

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতায় মোট ৩৬ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ১২ হাজারে বেশি। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৮ হাজারের বেশি জনের

এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ৮৪৩ জন কর্মকর্তাকে Advanced Certification for Management Professionals বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

দেশের আইটি কোম্পানির শীর্ষ পর্যায়ের (CXO) ৯৮ জন কর্মকর্তা দুই দফায় ঢাকা ও সিঙ্গাপুরে ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসা পরিচালনা, উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন

এলআইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে National University of Singapore এর সহযোগিতায় ১০টি কোম্পানির ৫০ জনকে Artificial Intellegence নির্ভর সল্যুশন তৈরির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি কোম্পানি একটি করে প্রোটোটাইপ তৈরি করে

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর সদস্য কোম্পানির ১৩০ জনকে অনলাইনে বিএনডিএ (BNDA) স্ট্যান্ডার্ডস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ১২,১৯৪ জনকে, সেমিনারের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা এবং মেন্টরিং সেবা প্রদান

ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে টেন্যান্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় ৬টি বিষয়ে ১১টি ব্যাচে ২২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য:

বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার 'ইমপোরিয়া' (emporia.bcc.gov.bd/) তৈরি করা হয়েছে। সফটওয়্যারটিতে রয়েছে ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, জব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপস। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ৩৫০টি অডিও-ভিজুয়াল এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে ৬০টি অডিও টিউটরিয়াল। এই 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম' ব্যবহার করে তারা নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি চাকুরি খুঁজতে এবং আবেদন করতে পারছেন

'এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিজ রিচিং দ্যা আনরিচড ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার' প্রকল্পের আওতায় দেশজুড়ে ৫,৬৭০ জন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত

ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ৫৭,৬০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান

ছিটমহলে বসবাসকারী ১২০০ তরুণ-তরুণীকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বেসিক আইটি লিটারেসি এবং আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া এসব এলাকায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা পৌঁছে দিতে ২টি D-SET (Digital Service Employment & Training Center) গড়ে তোলা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক:

এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্পের উদ্যোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, বাংলাদেশ কম্পিউটার এমারজেন্সি রেসপন্স টিম (BD CERT) এবং ইন্ডিয়ান কম্পিউটার এমারজেন্সি রেসপন্স টিম (Indian CERT)-এর কারিগরি সহযোগিতায় তিনদিন ব্যাপী 'সাইবার মৈত্রী-২০২৩' প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে বাংলাদেশের ৩৪টি Critical Information Infrastructure (CII) থেকে ৬৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

e-Gov CIRT প্রকল্পের মাধ্যমে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ১,৪৫০ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫১৮৭ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সাইবার সিকিউরিটির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার বিষয়ে পুলিশের ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে ৯ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ

বিসিসি'র সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টারে CISCO Cyber Security Ops Training, DNS, DNSSEC, Cyber Drill Orientation, National Cyber Drill 2020 ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৮৯২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিসিসি, বাংলাদেশ আর্মি, কোস্টগার্ড, NTMC -এর কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন

ই-গভর্ন্যান্স ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ৩,০২৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান

'ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮,৩২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৯৮৩০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল লিটারেসি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১,৩৭,৩৮২ জন শিক্ষার্থীর ডিজিটাল লিটারেসি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন ও সনদ অর্জন

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং এটুআই প্রোগ্রাম-এর যৌথ উদ্যোগে "ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স" থেকে ১ লক্ষ ২৩ হাজার জন অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সার্টিফিকেট লাভ করেছেন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) দেশের ৮টি বিভাগ থেকে মোট ১৮৭টি গার্লস স্কুলে কর্মশালার মাধ্যমে ৫০ হাজারের বেশি কিশোরীকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা

এমারজিং টেকনোলজি বিষয়ক:

Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তির বিকাশমান খাত যেমন- আইওটি, বিগডাটা, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ব্লক চেইন, ডাটা এনালিটিক্স, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, অগমেন্টেড রিয়ালিটি (AR), ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (VR), মেশিন লার্নিং, ডীপ লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, ক্লাউড আর্কিটেকচারসহ ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির অন্যান্য খাতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আইটি-আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের জন্য Hire and Train প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ২,৫১৮ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে

এলআইসিটি' প্রকল্পের FTFL (Fast Track Future Leader) কর্মসূচির Hire and Train মডেলে সর্বমোট ৩১৩০ জনকে AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security, IoT সহ এমারজিং টেকনোলজির বিভিন্ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের শতভাগের চাকুরী লাভ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগে সরকারি/বেসরকারি ৪৪টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৫টি কর্মশালার আয়োজন করে। এসব কর্মশালার মাধ্যমে ৪২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় আইটি/আইটিইএস কম্পোনেন্টের আওতায় ৪৭ জনকে বিদেশে এবং ই-গভার্নেন্স কম্পোনেন্টের অধীনে ২,৪৫০ জনকে দেশে ও ৪৮৬ জন কর্মকর্তার জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে

ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পের আওতায় দেশে স্থাপিত গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ৭২০ জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং ৩৫ জন কর্মকর্তাকে চীন ও থাইল্যান্ডে নিয়ে সপ্তাহব্যাপী এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রকল্পের আওতায় বিসিসি'র ৩৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যারমধ্যে ১৫ জন কর্মকর্তার ISTQB Core Foundation এর সার্টিফিকেট অর্জন

'ফরমেশন অব দি ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪৭ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং ৪২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১১৬ জন কর্মকর্তাকে কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের ৮০০ জনকে বিভিন্ন মডিউল বিষয়ে এবং ১২ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়াতে "ERP System in South Korea" এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান

আইটি ও নন-আইটি গ্রাজুয়েটদের IT Skill Standard নির্ধারণের জন্য চালু করা হয়েছে IT Engineers Examination (ITEE)। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭৯৫ জন সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন এবং তারা জাপানসহ ৭টি দেশে আইটি সেক্টরে চাকুরি করছেন

নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ:

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে Office Applications & Unicode Bangla under WID প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় ২,৪৮১ এবং Women IT Frontier Initiative প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৪,১০১ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নারীদের জন্য ইনোভেশন ক্যাম্পের আয়োজন এবং ১০টি নারীবান্ধব প্রকল্পকে ফান্ড দেওয়া হয়েছে

আইসিটি অধিদপ্তরের অধীন "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৫০০ জন নারীকে Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider, ও Women Call Centre Agent -এই তিন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী নারীদের মধ্যে ৫৩৪ জন উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেছেন এবং ১৩৮০ জন নারীর চাকুরি হয়েছে

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান:

৫০০০ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান, যার মধ্যে ৯০৪ জনের চাকুরি লাভ

ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরি

বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের ডিভাইস

মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক রিডারের ব্যবস্থা করা

ডিজিটাল অ্যাক্সেসিবিলিটি নিশ্চিত করতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০৯টি পাঠ্যবইয়ের ডিজিটাল টকিং বুক চালু

সব ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে জন্য চ্যালেঞ্জ ফান্ড প্রদান

"তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত মোট ২৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের সঠিক পরিচর্যা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে অবগত করতে ৩৫০ জন ডিজঅ্যাবিলিটি এক্সপার্টকে এবং ২১০ জন ডাক্তার ও নার্সকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি:

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজন স্মার্ট নেতৃত্ব। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্পের উদ্যোগে শুরু হয়েছে স্মার্ট লিডারশীপ একাডেমি'র কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ৮২৬ জনকে লিডারশিপ, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাতায়ন ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন:

'কিশোর বাতায়ন' (konnect.edu.bd/) নামের অনলাইন শিক্ষামূলক প্লাটফর্মে যুক্ত আছে ২৭ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি কিশোর-কিশোরী। নিজেদের এবং অন্যদের তৈরি ৩৮ হাজার কন্টেন্ট থেকে তারা প্রতিনিয়ত শিখতে পারছে

শিক্ষক বাতায়নে (teachers.gov.bd) রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের উপযোগী ৭ লক্ষ ৭৭ হাজারের বেশি কন্টেন্ট এবং এসব কন্টেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান করছে ৬ লক্ষ ২৩ হাজার শিক্ষক

বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম 'মুক্তপাঠ' (muktopaath.gov.bd)-এ রয়েছে ৪৬ লক্ষ ৫৩ হাজার নিবন্ধিত প্রশিক্ষণার্থী, সর্বমোট ২৮২টি কোর্স থেকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন প্রায় ২৮ লক্ষ ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী। এছাড়া প্রায় ৬০ হাজারের বেশি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন

কারিগর ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য, ও চাকুরির খবর, কোর্সের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় এক জায়গায় রাখার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে "দক্ষতা বাতায়ন"। বর্তমানে দক্ষতা বাতায়নে নিবন্ধিত তরুণ-তরুণীর সংখ্যা ৩ লক্ষের বেশি। আরও রয়েছে ১৫৫১টি নিয়োগদাতা এবং ৬০৫টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র

প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য:

বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল' প্রকল্পের আওতায় ৭,৮৯০ জন শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রস্তুত এবং এসব ট্রেইনারদের মাধ্যমে তাদের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ১,১২,১৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে

আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৩১৬ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ট্রেইনারগণ বেসিক আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩৮৩৭ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষককে

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে এ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৩,১৭২ জনের ইন্টার্নশিপের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়

আইসিটি অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) সহায়তায় মোট ১০২৪ জন প্রোগ্রামার/শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষক হিসেবে ভাষাগুরু সফটওয়্যার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণগণ জেলা পর্যায়ে স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণ/তরুণীকে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য মোট ৯টি ভাষায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

২ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক এবং ১,৬৫০ মাস্টার ট্রেইনার মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

সারাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব থেকে ৩৬ হাজারের বেশি শিক্ষককে "ICT in Education Literacy", "Troubleshooting and Maintenance" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আওতায় ই-ফাইল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায় ও কেন্দ্রীয়ভাবে ৯৩৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান

লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায়
১ লক্ষ প্রশিক্ষণ

শিক্ষক বাতায়নে
৭ লক্ষ ৭৭ হাজার কন্টেন্ট
এবং যুক্ত আছেন
৬ লক্ষ ২৩ হাজার শিক্ষক

ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর
৫৭,৬০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক
প্রশিক্ষণ প্রদান

৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে
৯টি ভাষা শেখার সুযোগ

৮৩২৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
১৯৮৩০ জন শিক্ষক ও
১ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল
লিটারেসি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্সে
১ লক্ষ ২৩ হাজার জনের প্রশিক্ষণ লাভ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের
চাকুরি মেলা

ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন

- ভ্যাক্সিনের জন্য সুরক্ষা অ্যাপে ১২ কোটি নিবন্ধন
- ৮ কোটি ৯৬ লক্ষ তথ্যসেবা ৩৩৩ কল সেন্টার থেকে
- এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ৩৫ লক্ষ দুর্গত মানুষকে সহায়তা প্রেরণ
- ৯০ কোটি সেবা প্রদান ৯০৩৪ ডিজিটাল সেন্টার থেকে
- ৩৬ হাজার কোটি টাকা লেনদেন এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে
- ৫২ হাজার অফিস সংযুক্ত জাতীয় তথ্য বাতায়নে
- ২ কোটি ২৯ লক্ষ ফাইল ডি-নথিতে সম্পন্ন
- ৮১ লক্ষ ৫৩ হাজার সেবা প্রদান একশপ থেকে

‘জয়গুণ বেওয়া’দের ভরসার নাম ডিজিটাল সেন্টার’

-জয়গুণ বেওয়া, গাইবান্ধা

গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের ৭৫ বছর বয়েসী দরিদ্র বিধবা জয়গুণ বেওয়া একজন ভিক্ষুক। দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে তাঁকে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। এক সময় এমন অবস্থা ছিল না তাঁর। ভিটে-মাটি, পুকুর, ফসলি জমি কী ছিলনা তাঁদের সংসারে? কিন্তু এক রাতেই জয়গুণ বেওয়ার সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্রের করাল গ্রাসে ভিটে-মাটিসহ প্রায় ২৫ বিঘা জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। সব হারিয়ে জয়গুণ কামারজানি ছেড়ে নলডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। স্বামী-স্বজন হারিয়ে গত ৪০ বছর ধরে তিনি ভিক্ষা করে পেট চালাচ্ছেন।

সম্প্রতি নদীর বুকে জয়গুণদের ভিটে-মাটি, জমি জেগে উঠেছে। শেষ বয়সে এসে আশায় বুক বাঁধেন জয়গুণ। কিন্তু সে আশা নিমিষেই হতাশায় পরিণত হয় যখন জানতে পারলেন এই জমি অন্যের দখলে। এক প্রতিবেশীর পরামর্শে তিনি কামারজানি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া ২৫ বিঘা জমির ১৮ বিঘার কাগজপত্র সংগ্রহ করলেন। অবশেষে সে জমির মালিকানা এবং দখল এখন জয়গুণ বেওয়ার কাছে।

রংপুরের দরিদ্র কৃষক ৫৩ বছর বয়সী আসগর আলী প্রায় ৪০ বছর পর তাঁদের পরিবারের বেহাত হওয়া ১৪ বিঘা জমি উদ্ধার করেছেন। আসগর আলী বলেন, “আমার বাবা যখন মারা যায় আমি তখন বেশ ছোট। আমাদের জমিজমা কোথায় কী আছে সেটা আমার ধারণা ছিলনা।” এই সুযোগে আসগরদের জমি দখল হয়ে যায়। স্থানীয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করেন এবং ১৪ বিঘা জমির মালিকানা ফিরে পান।

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর পৌর ডিজিটাল সেন্টারের সামনে কথা হয় প্রায় ৬০ বছর বয়সী ওসমান গণির সাথে। তিনি জানালেন, “বাড়ির কাছে ডিজিটাল সেন্টার হওয়ার ফলে এখন আর জেলা শহরে যেতে হচ্ছেনা, ফলে সময়, খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কাজের জন্য কাউকে ঘুষ দিতে হয়না।”

এভাবেই জয়গুণ বেওয়া, আসগর আলী এবং ওসমান গণির মত লক্ষ লক্ষ মানুষের আস্থা আর ভরসার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে সারাদেশে স্থাপিত ৯০৩৪টি ডিজিটাল সেন্টার। এ পর্যন্ত ৯০ কোটি সেবা প্রদান করে তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে ডিজিটাল সেন্টারগুলো।

ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA):

- কোভিড-১৯ অতিমারি ভ্যাকসিনের অনলাইন নিবন্ধনের সুরক্ষা (surokkha.gov.bd/) প্ল্যাটফর্ম থেকে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) সফলভাবে যাচাই করা হয়েছে
- ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম "বৈঠক" ব্যবহার করে মাত্র ১ বছরে ১৮৫০টি মিটিং বা সভা আয়োজন করা হয়
- ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে রয়েছে ২৭২টি উপজেলার ৮,৮০,০০০+ কৃষকের তথ্য সম্বলিত অনলাইন ডেটাবেজ। এ সিস্টেমের সাহায্যে গত ৭ মৌসুমে ৪০০ কোটি টাকার সমান মূল্যের ধান/ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে
- জনশক্তি রপ্তানিবিষয়ক মোবাইল অ্যাপস-বোয়েসেল ৩০টির বেশী দেশ থেকে ২৩,০০০+ বার ডাউনলোড করা হয়েছে
- ই-সার্ভিস বাসকে ভিত্তি করে পরিচয় (www.porichoy.gov.bd) সেবা চালু এবং এ পর্যন্ত ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ আইডি ভেরিফাই করা হয়েছে
- অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমে ৩১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ২ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি চাকুরি -আবেদন সফলভাবে নিষ্পন্ন করা হয়েছে
- সরকারের ৩০টির বেশি ডিজিটাল সেবা, অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম এখন 'জাতীয় ই-সার্ভিস বাস'-এর সাথে যুক্ত

বিজিডি ই-গভ সার্ট (BGD e-GOV CIRT):

- ২৫টি প্রতিষ্ঠানের ৫১টি কেসের ৪৪১টি নমুনা ফরেনসিক সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রেরণ
- ২৬১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৫,৫৭৬টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান
- সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনের ঝুঁকি পরীক্ষা করে ১৭১টি রিপোর্ট তৈরি এবং প্রেরণ
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ১,৮৮৭টি পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য ২৯৭টি সাইবার রিপোর্ট প্রেরণ
- পুলিশ ভেরিফিকেশন চালু করতে ৮৩০ পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ
- ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, CPTU, এবং নৌ পরিবহণ অধিদপ্তরসহ ২৯টি সংস্থায় আইটি অডিট সহায়তা
- রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়ার তৈরি
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য সাইবার হামলা বিষয়ে ৩২২টি ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট' প্রদান
- বিজিডি ই-গভ সার্ট প্রকল্পের নেতৃত্বে গোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে -২০২০ (আইটিইউ) এ বাংলাদেশ অসামান্য উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ২০১৯ সালের অবস্থান থেকে ২৫ ধাপ এগিয়ে ৫৩তম স্থান অর্জন করে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী (২০২১) বাংলাদেশের অবস্থান ৩১ তম

ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান:

- প্রস্তুতকৃত ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান-এর আওতায় ৯টি পৌরসভা ও ১টি সিটি কর্পোরেশনে "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
- বর্তমানে সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল, প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্টসহ মোট ৫টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে

বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি সফটওয়ার উন্নয়ন:

- আইসিটি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন
- ৯টি মডিউলের মধ্যে ৫টি মডিউলের উন্নয়ন সম্পন্ন
- ৫টি মডিউল পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের ১০টি দপ্তরে সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা:

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে 'সঠিক', 'জনমত', 'রূপান্তর' এবং ইউনিভার্সাল কিবোর্ড 'ইউবোর্ড' ডেভেলপ করা হয়েছে।

সঠিক:

'সঠিক' একটি বানান সংশোধক অ্যাপ্লিকেশন (spell.bangla.gov.bd/) যা বাংলা ভাষার বা শব্দ, বাক্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনা করতে পারে। ভুল বানান চিহ্নিত করার পাশাপাশি এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধনের পরামর্শ দেবে। এই বানান সফটওয়্যারটি বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানবিধি ও প্রমিত বানান অভিধানকে অনুসরণ করবে।

জনমত:

সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহৃত বাংলা বাক্য বা মন্তব্য বিশ্লেষণ করে মন্তব্যকারীদের মতামত (পজেটিভ/নেগেটিভ/নিরপেক্ষ) অথবা অনুভূতি (রাগ/আনন্দ/দুঃখ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুধাবন করে একটি সংখ্যাগত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে জনমত (www.sentiment.bangla.gov.bd) নামের এই অ্যাপ্লিকেশন।

রূপান্তর:

বাংলা ফন্ট এবং এনকোডিং সিস্টেম রূপান্তর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি ফন্ট ইন্টার-অপারেবিলিটি ইঞ্জিন। বাংলা ভাষাকে ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পুরোনো আসকি (ASCII) বাংলা টেক্সট কে ইউনিকোড (unicode) বাংলা টেক্সট-এ রূপান্তর -এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে পুরাতন পদ্ধতিতে কম্পোজ করা ডকুমেন্টগুলো ইন্টারনেটে প্রকাশ উপযোগী করা যাবে।

ইউবোর্ড:

বাংলা ভাষা তথা দেশের সব ভাষার সব লিপির সব লেআউটের জন্য প্রথমবারের মতো একটি ইউনিভার্সাল কিবোর্ড ডেভেলপ করা হয়েছে। যার ফলে বাংলাসহ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো কম্পিউটারে মান অনুসরণ করে নির্ভুলভাবে লেখা যাবে। এই কিবোর্ড ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে চারটি ভাষায় কম্পোজ করা যাবে। ভাষাগুলো হলো সাঁওতাল, মারমা, ম্রো, চাকমা। এই কিবোর্ডে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই ভাষা ও লেআউট যুক্ত করতে পারবেন।

নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন:

- "বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ১,৫৫,১২৫ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিরাপদ ই-মেইল বিতরণ করা হয়েছে
- দেশের ৮,৩২৭টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় চালু করা হয়েছে ডিজিটাল লিটারেসি কার্যক্রম
- কমিউনিটি লিডার হিসেবে কাজ করছে ৩০০০+ তরুণ
- সারাদেশের ২ লক্ষাধিক কিশোরীকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা

আন্তঃলেনদেন প্ল্যাটফর্ম বিনিময়:

(Interoperable Digital Transaction Platform-IDTP):

দেশে চালু হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিকাশ, রকেটের মতো মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারের ই-ওয়ালেটের মধ্যে আন্তঃলেনদেনের একটি প্ল্যাটফর্ম বিনিময়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় এটি প্রস্তুত করা হয়। বিনিময়-যোগ্যতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, কম খরচ, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিনিময় অর্থ জালিয়তি, টাকা পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন ইত্যাদি অপরাধ রোধে সক্ষম।

সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যারের মান যাচাই এবং সনদ প্রদানের জন্য সেন্টার:

এই সেন্টার থেকে ইতোমধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ২১৫টি সফটওয়্যার এবং ৪৫৪টি হার্ডওয়্যার মান পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সনদ দেয়া হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর:

- এ পর্যন্ত ৮টি সিএ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৬০ হাজার ৩৫১টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ সম্পন্ন
- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১,০১,৮৫০ জন ছাত্রীকে হাতে কলমে সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলায় আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে
- সিসিএ কার্যালয় ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিসিএ কার্যালয় OIC CERT এর সদস্য পদ লাভ
- প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারাদেশের প্রায় ২৮,৪৪৭ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

সাইবার নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগিতার সম্পর্ক:

- Cambodia Computer Emergency Response Team (CamCERT), General Department of ICT, Cambodia এর সাথে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র চুক্তি স্বাক্ষর
- BGD e-GOV CIRT Ges Cyberwales, UK এর এর মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর
- BGD e-GOV CIRT এর সাথে কাতার ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফরমেশন সিকিউরিটি (Q-CERT) এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক প্রক্রিয়াধীন
- Cyber Warfare & Information Technology Directorate Operations Branch, Bangladesh Air Force এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ও BGD e-GOV CIRT এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে

বিপদের বন্ধু ৯৯৯:

নাগরিকদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি ৯৯৯ কল সেন্টার এখন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর একটি সেবা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক চালু হওয়া এই তথ্যসেবাটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি নাগরিক উপকৃত হয়েছেন। বর্তমানে এই সেবাটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩:

সরকারি সেবা নাগরিকদের হাতের মুঠোয় নিশ্চিত করতেই টোল-ফ্রি জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ চালু করা হয়।

- এ পর্যন্ত ৮ কোটি ৯৬ লক্ষ কল গ্রহণ করা হয়েছে
- টেলিমেডিসিন সেবা নিতে ৭৮ লক্ষের বেশি নাগরিক কল গ্রহণ এবং সেবা প্রদান
- ১৫টির বেশি নাগরিক সেবা এখানে যুক্ত
- মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে

- করোনার মতো জাতীয় দুর্যোগে দারুণ ভূমিকা পালন করেছে ৩৩৩ হেল্পলাইন
- সেবা প্রদান আরও সহজ করতে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে এআই প্রযুক্তি যুক্তি করা হচ্ছে

সাইবার নিরাপত্তা হেল্পডেস্ক (১০৪):

সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে যেকোনো তথ্য ও পরামর্শ দিতে ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির (বর্তমানে সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি) উদ্যোগে চালু করা হয় ডিজিটাল হেল্পডেস্ক। সেবাটি পেতে হলে ১০৪ ছাড়াও জাতীয় হেল্প লাইন ৩৩৩ এই নম্বরে ফোন করতে হবে। এই হেল্পডেস্ক এর মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ৪ লক্ষ নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় তথ্য বাতায়ন:

প্রান্ত থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ৫২ হাজার ২৫৬টি সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটের সমন্বিত রূপ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (bangladesh.gov.bd)। সরকারি পর্যায়ে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্য বাতায়ন হিসেবে সমাদৃত।

- বাতায়নে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের ৬৫৭টি ডিজিটাল সেবা,
- ১ কোটি ১১ লাখের বেশি বিষয়ভিত্তিক কন্টেন্ট,
- প্রতিদিন গড়ে ১০ লক্ষের বেশি নাগরিক এই বাতারন ব্যবহার করে তথ্য ও সেবা নিচ্ছেন,

ডিজিটাল সেন্টার:

তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য সারাদেশের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল সেন্টারগুলো আজ তথ্য ও সেবা প্রদানের অনন্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের যাত্রা শুরু হয় ২০১০ সালের নভেম্বর মাসের ১১ তারিখ। সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদে, পৌরসভায়, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে এবং গ্রোথ সেন্টারে সব মিলিয়ে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৯ হাজার ৩৪টি।

- ১৬ হাজার ৫০০ উদ্যোক্তা যার মধ্যে ৫ হাজার ২০০ নারী
- ৩৮২টির বেশি সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান
- ১০১৩টি বিদ্যুৎবিহীন অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ সেবা দিয়ে সেন্টার চালু রাখা হয়েছে
- এ যাবত প্রায় ৯০ কোটি বার সেবা প্রদান করা হয়েছে
- প্রতি মাসে গড়ে ১ কোটির বেশি নাগরিক এসব সেন্টার থেকে সেবা নিয়ে থাকেন
- কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের জন্য সারাদেশের ১১০টি সেন্টারে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে 'স্মার্ট সিএমএসএমই হাব ফর ডিজিটাল এক্সেস' নামের ওয়ানস্টপ সার্ভিস পয়েন্ট

ডি-নথি:

প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হচ্ছে ডিজিটাল নথি/ডি-নথি (d.nothi.gov.bd)। পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সরকারি অফিসে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়নে এই ডিজিটাল নথি কার্যক্রম চালু করা হয়।

- এ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া ফাইলের সংখ্যা ২ কোটি ২৯ লক্ষ
- ডি-নথি ব্যবহারকারীর অফিসের সংখ্যা ১৩ হাজারের বেশি
- ডি-নথি ব্যবহার করছেন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কর্মকর্তা

মাইগভ প্ল্যাটফর্ম:

মাইগভ ওয়েবের (mygov.bd) মাধ্যমে সিটিজেন ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাবলেট যে কোন ডিভাইস ব্যবহার করে সেবার আবেদন, সেবা সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন। অন্যদিকে মাইগভ নামের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ সেবার আবেদন, সেবার ট্র্যাকিং, পেমেন্ট প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারেন।

- প্লাটফর্মের আওতায় ২০০০+ সেবা ডিজিটাইজড করা হয়েছে
- মাইগভে ১৩,৮৮৬ টি সরকারি অফিস সংযুক্ত
- মাইগভ প্লাটফর্মে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ নাগরিক নিবন্ধিত হয়েছেন
- এ পর্যন্ত ২৬ লক্ষের বেশি নাগরিক আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে
- মাইগভ মোবাইল অ্যাপটির ডাউনলোডের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর:

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর (উত্তরাধিকার.বাংলা বা uttoradhikar.gov.bd) একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন হিসাব করা যায়। মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার জটিলতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকেই উত্তরাধিকার বাতায়ন এবং অ্যাপের যাত্রা। এখন পর্যন্ত ১ লক্ষেরও বেশি নাগরিক উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করছেন।

বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন:

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত, অধস্তন আদালতসহ বিচার বিভাগের যাবতীয় তথ্য সমৃদ্ধ বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন (judiciary.gov.bd)। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও জনমুখী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে এ বাতায়নের যাত্রা। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আদালতে, ৫টি মহানগর দায়রা আদালতে বিচার বিভাগীয় বাতায়ন কার্যকর রয়েছে।

আমার আদালত/মাই কোর্ট:

বিচারবিভাগীয় সেবাসমূহ এক ঠিকানায় ও সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'আমার আদালত' মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে নাগরিকগণ বিচারবিভাগীয় সকল তথ্য ও সেবা খুব দ্রুত এবং হাতের নাগালের মধ্যেই পাবেন।

ই-কার্যতালিকা:

বিচারপ্রার্থী ও বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের মামলার সর্বশেষ তথ্য যেন ঘরে বসেই পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে জানতে পারেন সে জন্যই চালু করা হয়েছে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম যা ই-কার্যতালিকা (causelist.judiciary.gov.bd) নামে পরিচিত। বর্তমানে ৬৪টি জেলার সকল আদালতে এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-কার্যতালিকা দ্বারা বিচার বিভাগে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন এবং বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে সর্বোপরি মানুষের অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে।

বিচার বিভাগীয় ড্যাশবোর্ড:

বিচার বিভাগীয় ড্যাশবোর্ড একটি ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল, যা বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিচারাধীন এবং নিষ্পত্তি হওয়া মামলা সম্পর্কিত সকল প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ, প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মনিটরিং ও ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া, যার দ্বারা দ্রুত ও উন্নত বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

ডিজিটাল আর্কাইভিং এবং ফাইলিং:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এটুআই কর্তৃক উচ্চ আদালতে নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভিং বিচার বিভাগের আধুনিকায়নে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে মামলার ডিজিটাল ফাইলিং ব্যবস্থাপনার সাথে বিগত বিশ বছরের মামলার আর্কাইভিং করা হয়েছে। স্মার্ট বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এটুআই এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে মামলার ডিজিটাল ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট ডিভিশনের এডমিরালটি এবং কোম্পানি বিষয়াদির জন্য এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

সেবা সহজীকরণ:

সরকারি সেবা প্রদানের পদ্ধতি, ধাপ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ কমিয়ে জনগণের কাছে কাঙ্খিত সময়ে, কম খরচে এবং হয়রানিমুক্তভাবে সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই সেবা সহজিকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়।

- ৩৬টি সংস্থা তাঁদের দপ্তরের সেবা সহজীকরণ নিয়ে প্রকাশ করেছে "সেবা প্রোফাইল বই"
- ২০টি সংস্থা এ বিষয়ে তাদের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম নিয়ে "সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত" নামে বই প্রকাশ করেছে

এসডিজি ট্র্যাকার:

২০৩০ সালে এসডিজি অর্জনের জন্য সঠিক নীতি-নির্ধারণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে এবং তথ্যনির্ভর নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের উপযোগী হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে এসডিজি ট্র্যাকার (sdg.gov.bd)। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে একই প্লাটফর্মে রাখার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারছে।

- আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত এসডিজি সূচকের সংখ্যা ৫৩টি
- এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা ২৯টি
- এ বিষয়ে ১৪৫০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

স্মার্ট সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব:

সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সেবাসমূহকে সঠিকভাবে ডিজাইন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল দপ্তরে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (যা বর্তমানে স্মার্ট সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব) নামে একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি সকল দপ্তরের সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা, সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি, প্রযুক্তিবিদ ও পরামর্শকগণের সমন্বয়ে চিহ্নিত করা সরকারি সকল সেবাকে ডিজিটাল এবং স্মার্ট সেবায় রূপান্তর করা হচ্ছে।

প্রবাসী হেল্পডেস্ক:

বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী নাগরিকদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা এখন ডিজিটাল সেন্টারের প্রবাসী হেল্পডেস্ক থেকে প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশের সকল ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে বিদেশ গমনেচ্ছু নাগরিকগণ নিজ এলাকা থেকে বিদেশ যাওয়ার পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক সকল কাগজপত্র প্রস্তুত ও আনুষাঙ্গিক সকল সেবাসমূহ, প্রবাস গমন পরবর্তী যাবতীয় সেবাসমূহ, রেমিট্যান্স প্রদান ও উত্তোলন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এই পর্যন্ত সারা দেশে ৪৪৪টি প্রবাসী হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

সাথী নেটওয়ার্ক:

দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগণের জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটুআই এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের ৩০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে সাথী নেটওয়ার্কের কাজ। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি প্রান্তিক নারীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা হয়েছে।

ই-কোয়ালিটি সেন্টার ফর ইনক্লোসিভ ইনোভেশন:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ও এতে নাগরিকদের অংশগ্রহণে সমতা নিশ্চিত এবং বৈষম্য কমাতে বাংলাদেশ চালু করেছে 'ই-কোয়ালিটি সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ ইনোভেশন'। অনুন্নত দেশগুলোতে সহজলভ্য ডিজিটাল সংযোগ নিশ্চিত করা, ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং নাগরিক সেবার ডিজাইন উন্নতি করাসহ বিভিন্ন সেবা নিশ্চিতে বৈশ্বিক হাব হিসেবে ভূমিকা রাখবে ই-কোয়ালিটি সেন্টার।

এজেন্ট ব্যাংকিং:

নিয়মিত ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা নাগরিকদের ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে চালু করা হয় এজেন্ট ব্যাংকিং। বর্তমানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাগরিকগণ তাঁদের পাশের ডিজিটাল সেন্টার থেকে থেকে একাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স উত্তোলন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির টাকা উত্তোলন ইত্যাদি আর্থিক সেবা নিতে পারছেন।

- বর্তমানে ৪৬৫২টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং পাওয়া যায়
- এ পর্যন্ত এসব সেন্টার থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে
- বৈদেশিক রেমিট্যান্স এসেছে ৯৩৬ কোটি টাকার অধিক

জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেম (G2P):

জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে সরকারের কাছ থেকে নাগরিকের কাছে অর্থ প্রেরণের উপায়। ইতঃপূর্বে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সুবিধা প্রেরণের জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। পর্যন্ত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ১ কোটি ১৫ লক্ষেরও বেশি নাগরিকের কাছে ডিজিটাল উপায়ে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে।

এক-পে:

নাগরিক পরিষেবার বিল, বিভিন্ন ধরনের ফি পরিশোধের বিষয়টি সহজ এবং সমন্বিত করতে পার্সন-টু-বিজনেস পদ্ধতির এক-পে (ekpay.gov.bd) নামের এই প্লাটফর্ম চালু করা হয়। এ পর্যন্ত ৩৩টি আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এক-পে এর পার্টনারশিপ সম্পন্ন হয়েছে। অদ্যাবধি এই সিস্টেম হতে ৩৮টি ইন্টেগ্রেটেড পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে ১.৬৮ কোটিরও বেশি নাগরিক ২৪৫৭ কোটি টাকারও অধিক ইউটিলিটি বিল প্রদান করেছেন।

একশপ:

গ্রামীণ মানুষকে ই-কমার্স সুবিধার আওতায় আনতে এবং তারা যেন তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে সে লক্ষ্যেই একশপ নামের এই ই-কমার্স প্লাটফর্মের সৃষ্টি। একশপ চালু হবার ফলে গ্রামের কৃষক, উৎপাদক, উদ্যোক্তাগণ তাঁদের পণ্য বা সেবার ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। সম্প্রতি এসডিজি ডিজিটাল গেম চেঞ্জার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে একশপ, যা বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ই-কমার্স ডিপিজি (ডিজিটাল পাবলিক গুড) এবং বিশ্বের প্রথম সহায়ক গ্রামীণ ই-কমার্স আর্কিটেকচার মডেল।

- একশপ (ekshop.gov.bd) প্লাটফর্মে যুক্ত আছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা
- প্রায় ৮১ লক্ষ পণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেয়া হয়েছে
- একশপ মডেল এখন দক্ষিণ সুদান, তুরস্ক ও ইয়েমেনে ব্যবহৃত হচ্ছে

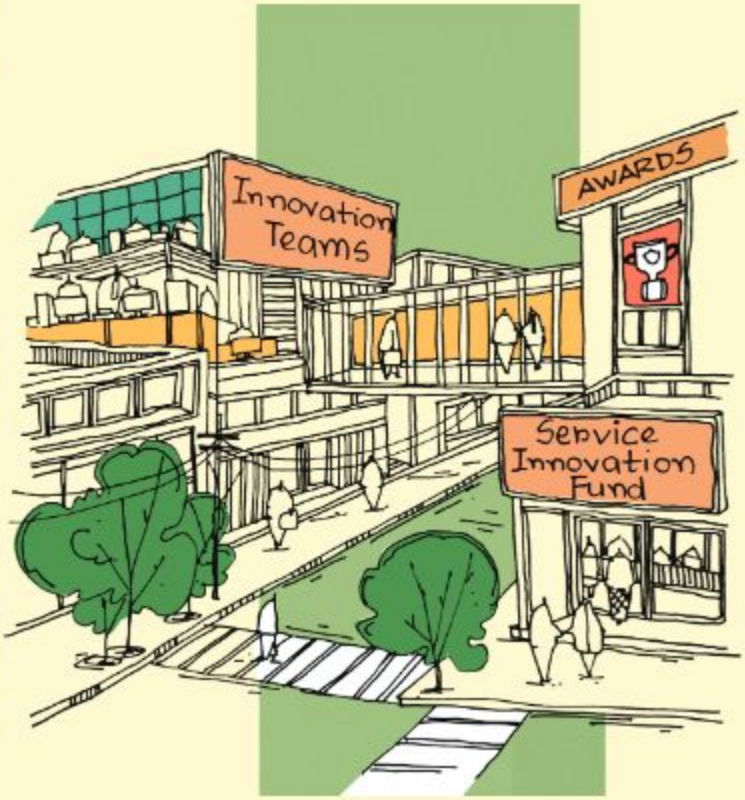

ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন

- ১.৫ বিলিয়ন ডলার আইসিটি রপ্তানি আয়
- ২য় শীর্ষ দেশ আইটি ফ্রিল্যান্সিং-এ
- ৯২টি হাইটেক পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক
- ১৭টি বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক
- ২১৩ কোম্পানিকে রেডি স্পেস এবং জমি বরাদ্দ
- ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ১৯২ কোম্পানি থেকে
- ৭১টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার
- ১৫৫ স্টার্টআপে মোট বিনিয়োগ ৯২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ২০০+ বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) ম্যাচমেকিং মিটিং
- ৩১৩টি স্টার্টআপকে ফান্ড দিয়েছে iDEA প্রকল্প

‘শপ আপ সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য স্টার্টআপ’

বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ হিসেবে সবার আগে আসে শপ আপ (Shop Up) এর নাম। সব মিলিয়ে ৩২.১ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ২৫০০ কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ পাওয়া শপ আপ এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালে। আফিফ জামান ও সিফাত সারওয়ার এই দুই বন্ধু আতাউর রহিম মূলত তিনজনের হাত ধরেই শপ আপ আজ নিজেকে উন্নীত করেছে অনন্য উচ্চতায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের অনুদান পাওয়ার পর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাদের। শপ আপ এর শুরুটা ছিল বেশ মজার। দাদাবাড়ি পটুয়াখালীতে বেড়াতে গিয়ে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আফিফ দেখেন গ্রামের কারুশিল্পীরা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মাটির তৈজস তৈরি করেন, কিন্তু প্রাপ্য দাম পান না। এসব কারুশিল্পীকে সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকেই তারা একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির চেষ্টা করেন। সেই থেকে শুরু। বর্তমানে শপ আপ প্লাটফর্মে যুক্ত আছেন দেশের এক লক্ষের বেশি খুচরা ব্যবসায়ী, আর লেনদেন এর পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি।

বাংলাদেশের শপ আপ এমন একটি ব্যবসায়ী উদ্যোগ যেখানে একইসাথে খুচরা ব্যবসায়ী, সরবরাহকারী সাধারণ ক্রেতাদের সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। শপ আপ চালু হওয়ার ফলে সাধারণ ক্রেতা এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের সামনে এখন বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্যের সমাহার। সাভারের খুচরা ব্যবসায়ী শফিকুল বললেন, “নানান রকমের পণ্য এখন আমাদের স্টকে। আমরা এখন ডিজিটাল সিস্টেমে ব্যবসা করছি, সবকিছু খোলামেলা। আর প্রতিযোগিতা থাকার কারণে মানুষ তুলনামূলক কম দামে পণ্য কিনতে পারছেন।” এখানেই শেষ নয়, খুচরা ব্যবসায়ী যারা এতদিন অনানুষ্ঠানিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তারাও এখন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছেন। অনলাইনে অর্ডার দিলে পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে দোকানদারের ঠিকানায়। ফলে দোকানদারের সময় বেঁচে যাচ্ছে এবং তারা ব্যবসায়ী আরও বেশি সময় দিতে পারছেন।

মোকাম, রেডেক্স এবং অঙ্কুর এই তিন সেবা নিয়ে এগিয়ে চলেছে শপ আপ। মোকামে যুক্ত আছেন ১ লক্ষের বেশি খুচরা ব্যবসায়ী এবং লজিস্টিক সেবা রেডেক্সের সাথে আছে ১ হাজারের বেশি পার্টনার প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে অঙ্কুর এর মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ীকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয় যা ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য।

শপ আপ ২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্টার্টআপ হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। টেক এশিয়া শপ আপকে মোস্ট প্রমিজিং এবং ই-ক্যাব ট্রাস্টেড স্টার্টআপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

সরাসরি বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে:

- তথ্য প্রযুক্তি খাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা
- রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা
- হাই-টেক পার্কগুলোতে হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে এমন কোম্পানিগুলোকে ১৪টি প্রণোদনা সুবিধা
- ২১৩টি প্রতিষ্ঠানকে দেশের ৯টি হাই-টেক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ককে স্পেস ও প্লট বরাদ্দ
- সর্বমোট ১৫১টি স্থানীয় স্টার্টআপ কোম্পানিকে ফ্রি স্পেস প্রদান
- মোবাইল এবং ল্যাপটপ উৎপাদন সহায়ক ১৫৬টিরও বেশি যন্ত্রাংশের উপর ১% হারে আমদানি শুল্ক হ্রাস করার ফলে বিশ্বের খ্যাতনামা ব্রান্ডের ১৫টি কোম্পানির মোবাইল ফোন সেট স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হচ্ছে
- বাংলাদেশ এখন ল্যাপটপ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত
- আইটি/ আইটিইএস কোম্পানির জন্য ১০ বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ট্যাক্স মওকুফ
- ডেভেলপারের জন্য ১২ বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ট্যাক্স মওকুফ
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ১০০% মালিকানার সুযোগ
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০% মুনাফা প্রত্যাবাসন (Profit repatriation)
- পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ
- বৈদেশিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আয়ের উপর পর্যায়ক্রমিক আয়কর মওকুফ
- হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের (ossbhtpa.gov.bd/) মাধ্যমে সেবা প্রদান হচ্ছে যার ১৪৮টি যার মধ্যে ৬৫টি সেবা অনলাইনে

বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে:

- এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযোগিতায় স্ট্র্যাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা হয়। এ প্রোগ্রামের ফলে ২০০+ আইটি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়
- বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং বিভিন্ন দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংযোগ তৈরির লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয় আইটি ডেস্ক এবং ইঃই সংযোগ পোর্টাল, Bangladesh IT Connect। বর্তমানে পোর্টালটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং নেদারল্যান্ডসে চালু রয়েছে এবং ১৭৫টির বেশি বাংলদেশী আইটি কোম্পানির প্রোফাইল সংযুক্ত আছে
- ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "Investment Opportunity in Hi-Tech Park" শীর্ষক রোডশো এবং "ইনভেস্ট ইন ডিজিটাল বাংলাদেশ: ফিনটেক টু হাইটেক" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কোম্পানি ছাড়াও বাংলাদেশী ৭টি ফিনটেক কোম্পানি অংশ নেয়
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নেতৃত্বে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'জাপান আইটি উইক' এ অংশগ্রহণ করছে

উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ বিকাশে সহযোগিতা:

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ): মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের তরুণ উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপকে অনুপ্রাণিত করতে আয়োজন করা হয় **'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ)'**।

- ৫৭ দেশের ৭ হাজারের বেশি উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ-এর অংশগ্রহণ
- চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয় ৪৬টি স্টার্টআপ (২৬টি স্থানীয়, ১০টি বিদেশি এবং ১০ আইডিয়া প্রকল্পের)
- ৩৬টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে দেয়া হয় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা

iDEA প্রকল্প:

- ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে-যার মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে স্টার্টআপে রুপান্তর করা হচ্ছে
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, উন্নয়ন এবং তাদের ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে iDEA প্রকল্পের আওতায় ২০০০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে
- প্রি-সিড স্টেজে এ পর্যন্ত ৩৩৩টি ইনোভেটিভ স্টার্টআপকে অনুদান প্রদানের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড:

- বাংলাদেশে একটি টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে সরকারি মালিকানায় প্রথম ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি হিসেবে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর জন্ম হয় ২০১৯ সালে
- বর্তমানে বাংলাদেশে প্রি-সিড, সিড এবং গ্রোথ পর্যায়ে ২৫০০ এরও বেশি স্টার্টআপ কাজ করছে এবং আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং অন্যান্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে
- ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫৫টি স্টার্টআপে সর্বমোট ৯২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে, যেখানে বৈশ্বিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৫৭মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাকি বিনিয়োগ করেছেন অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীরা
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত 'শতবর্ষে শত আশা' এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ১০০টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ২৮টি স্টার্টআপে ৩৩টি বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭৩.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাকী বিনিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

আইডিয়া ব্যাংক:

নাগরিক সমস্যার উদ্ভাবনী, সাশ্রয়ী, বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান জমা দেয়ার একটি অনলাইন প্লাটফর্ম আইডিয়া ব্যাংক (ideabank.eservice.gov.bd) যেখানে যেকোনো উদ্ভাবক তাদের আইডিয়া জমা দিতে পারেন।

- আইডিয়া ব্যাংক ব্যবহারীর সংখ্যা ১৯ হাজার জন
- মোট জমা হওয়া আইডিয়া ১২ হাজার+
- সহযোগিতা করা হয়েছে ২৬৩টি আইডিয়াকে

আই-ল্যাব (ইনোভেশন ল্যাব):

উদ্ভাবনী সংস্কৃতি তৈরি এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে ডিভাইস বা সিস্টেম অথবা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আই-ল্যাব বা ইনোভেশন ল্যাব।

- ১৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনোভেশন হাব' তৈরি
- ৯৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে
- ১৩৪টি প্রকল্প তাদের প্রোটোটাইপ তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে
- ১৩টি পণ্যের মেধাস্বত্বাধিকার সংরক্ষণ করছে এই ল্যাব

এলআইসিটি প্রকল্পের 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স':

এলআইসিটি প্রকল্পের সেন্টার অব এক্সিলেন্স থেকে আইবিএম এর সহযোগিতায় ব্লক চেইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডাটা এনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫টি পাইলট উদ্যোগ সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় আইটি কোম্পানির ডেভলপারগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া "ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অব সিঙ্গাপুর" এর সাথে যৌথভাবে স্থানীয় ১০টি প্রতিষ্ঠানকে এআই ভিত্তিক ১০টি প্রোডাক্ট এবং প্রোটোটাইপ তৈরিতে সহায়তা করা হয়

উদ্ভাবন-গবেষণায় ও বৃত্তি এবং অনুদান:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উদ্ভাবনী ও গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে 'ইনোভেশন ফর অল' শীর্ষক কার্যক্রমের মাধ্যমে গবেষণার জন্য অনুদান, ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান উল্লেখযোগ্য। গবেষণার জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ২৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে

সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড:

এটুআই প্রকল্পের "সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড" এর আওতায় ১২টি পর্বে ২৪৭টি প্রকল্পে মোট ৩৯ কোটি ৭৪ টাকা অনুদান দেয়া হয়। এই ফান্ডের আওতায় উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনগুলো হচ্ছে

- পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইনে পরিবেশ ছাড়পত্র
- অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ
- বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন-পূর্ব অনলাইন সার্টিফিকেশন
- মোবাইল অ্যাপ 'জয়'
- 'ই-কপিরাইট' সিস্টেম
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ই-ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থা
- পরিবারের সঙ্গে কারাবন্দীদের সংযোগ
- ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক

উচ্চ শিক্ষায় বৃত্তি এবং ফেলোশিপ:

দেশে ও বিদেশে মাস্টার্স/এমফিল/ডক্টরাল/পোস্টডক্টরাল ডিগ্রির জন্য ৩৭৯ জন শিক্ষার্থী ও গবেষকদের এ পর্যন্ত ১৬ কোটি নব্বই লাখ ৫০ হাজার টাকা ফেলোশিপ হিসেবে দেয়া হয়েছে।

- পিএইচডি পর্যায়ে ৮৯ জনকে (দেশে ৫৮ ও বিদেশে ৩১)
- পোস্ট-ডক্টরাল পর্যায়ে ৪ জনকে (দেশে ১ ও বিদেশে ৩)
- এমফিল পর্যায়ে ১৬ জনকে (দেশে)
- মাস্টার্স পর্যায়ে ২৭০ জনকে (দেশে ২৬০ ও বিদেশে ১০)

আইটি কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

আইটি সেক্টরের উন্নয়নে কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম সরকারিভাবে বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানকে কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমন-২টি CMMiL5, ২৬ টি CMMiL3, ৬টি ISO27001 এবং ৪৭ টি ISO9001) প্রাপ্তির জন্য ৮১ টি কোম্পানিকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ আইটি ফ্রিল্যান্সারদের জন্য জন্য আইডি কার্ড প্রদান। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিবন্ধন করতে freelancers.gov.bd ওয়েবসাইট গিয়ে আবেদন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে ১৫টি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন সেট

২০০+ বিদেশি আইটি কোম্পানির সাথে বিটুবি ম্যাচমেকিং

৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে "স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ" প্রতিযোগিতার আয়োজন

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা ২০২২

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২

কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)-এর মাধ্যমে করোনা মোকাবেলায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন-২০২২ লাভ করে।

HSBC Business Excellence Award-2022

করোনা মোকাবেলায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)- প্লাটফর্ম তৈরি এবং যথাযথভাবে সেটি বাস্তবায়ন করায় HSBC Business Excellence Award-2022 লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২২

কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে এটুআই-এর 'কোভিড-১৯ টেলিহেলথ সেন্টার' 'বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২২' এ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

উইটসা গ্লোবাল ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-২০২২

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি দপ্তরের তথ্য ও সেবাকে এক প্লাটফর্মে আনার স্বীকৃতি হিসেবে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক উদ্যোগকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

ই-হেলথ সলিউশনস অ্যাওয়ার্ড-২০২২

করোনা সংকট মোকাবিলায় প্রযুক্তিসেবা ও নাগরিকদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ায় কোভিড-১৯ ড্যাশবোর্ড উদ্যোগকে প্রদান করা হয়েছে ইনোভেটিভ ই-হেলথ সলিউশনস অ্যাওয়ার্ড।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা ২০২১

উইটসা এমিনেন্ট পার্সনস অ্যাওয়ার্ড-২০২১

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনমানের উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন, টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (উইটসা) কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত "উইটসা এমিনেন্ট পার্সনস অ্যাওয়ার্ড ২০২১" পুরস্কারে ভূষিত হন।

অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১

প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা, আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। বাংলাদেশকে ডিজিটাল অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত করতে অনবদ্য অবদান রাখায় তাঁকে "অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড -২০২১" পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড-২০২১

Digital Government Award ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (ইনফো-সরকার-৩)' শীর্ষক প্রকল্প এবং Outstanding User Organization ক্যাটাগরিতে 'তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি Asian-Oceanian Computing Industry Organization বা অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ৫৯.৭৪ নম্বর পেয়ে ২৭ ধাপ এগিয়ে ৪১তম স্থানে উন্নীত এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা ২০২০

অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট

হংকংয়ে আন্তর্জাতিক ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড ২০২০- এর প্রথম আয়োজনে মোট ৬টি পুরস্কারের মধ্যে বাংলাদেশের তরুণরা ২টি পুরস্কার লাভ করে। ৩ জুলাই ২০২০ হতে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ১২টি দলের প্রত্যেকটি অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট অর্জন করে।

ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০

দেশব্যাপী ই-মিউটেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' পেয়েছে। আইসিটি ডিভিশনের কারিগরি সহযোগিতায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মেরিট অ্যাওয়ার্ড-২০২০

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের ৬টি প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পেয়েছে। বাংলাদেশ ৪টি বিভাগে রানারআপ ও ২টি বিভাগে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ হিসাবে পুরস্কার লাভ করে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' প্রকল্প।

ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার-২০২০

ই-এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২০' অর্জন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন BGD e-GOV CIRT এর ই-রিক্রুটমেন্ট প্যাটফর্ম (erecruitment.bcc.gov.bd)।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা ২০১৯

- সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম' The Open Group Awards, Kochi-2019 লাভ করে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং হাই-টেক পার্ক অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত WITSA-2019 প্রদান করা হয়।
- শিক্ষক বাতায়ন এবং মোবাইল বেইজড "এইজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট" ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ডাটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি) "জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)" প্রকল্পটিকে ডেটা সেন্টার কন্সট্রাকশন ক্যাটাগরিতে 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' পুরস্কার প্রদান করে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ও আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে iDEA প্রকল্প।
- তথ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামো ক্যাটাগরিতে ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্পকে ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) কর্তৃক চ্যাম্পিয়ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
- এলআইসিটি প্রকল্পের 'BNDA I e-GIF framework'-উদ্যোগটি ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- এলআইসিটি প্রকল্পের BNDA এর GeoDASH Platform 2019 সালে The Open Group থেকে 'Award of Distinction' অর্জন করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা ২০১৮

ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড
বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) প্লাটফর্মের 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' লাভ।

ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন (ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড-এ ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩টি পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ।

'মুক্তপাঠ' ও 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এ দুটি উদ্যোগ 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ।

দ্য ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন অ্যান্ড এক্সিলেন্স-২০১৮ অ্যাওয়ার্ড অর্জন।

দেশের ২৬০০ ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্পকে 'ASOCIO Digital Government Award 2018' প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা ২০১৭

eASIA Award-2017 অনুষ্ঠানে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরিতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।

আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'WITSA Award 2017' প্রদান করা হয়।

যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত 'MobileGov World Summit 2017' ইভেন্টে 'Excellence in Designing the Future of e-Government' ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'Global MobileGov Awards 2017' এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ASOCIO-এর পক্ষ থেকে 'ICT Education Award 2017' প্রদান করা হয়।

মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেলিমেডিসিন প্রকল্প', 'নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার' ও 'ই-নথি' ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক দ্য ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৭-এ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন।

কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' লাভ।

বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড' এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি এলায়েন্স (APICTA) অ্যাওয়ার্ড এবং হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০১৬

- Asian-Oceanian Computing Industry Organization(ASO CIO) তে Digital Government Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।
- জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে অবদানের জন্য জনপ্রশাসন পদক লাভ করে এটুআই।
- সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ-এসপিএস, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন ছাড়পত্র, শিক্ষক বাতায়ন এবং কৃষকের জানালা ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- ন্যাশনাল মোবাইল অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড।
- ব্রাক মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন পুরস্কার লাভ।

২০১৫

- জাতীয় তথ্য বাতায়নের জন্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে এটুআই।

২০১৪

- ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র জাতিসংঘ সাউথ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড-২০১৪ লাভ।
- ডিজিটাল সেন্টারের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডবিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০১৩

ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ এশিয়া) অ্যাওয়ার্ড এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন লাভ।

২০১১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ দ্য গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ডফ হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

Manthan Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data Centre প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি পুরস্কার লাভ করে।

২০১০

আইসিটি'র উন্নয়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান সংগঠন ASOCIO Award-2010 এ ভূষিত করা হয়।

উল্লিখিত পুরস্কারের বাইরে
ICT Sustainable Development Award,
একশপ এর জন্য অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ড,
এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স পুরস্কার,
বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি পুরস্কার,
আইটেক্স পুরস্কার, বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম এর বেস্ট প্রসেস ইনোভেশন ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাভুক্ত সংস্থাগুলো।

ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং এবং বাংলাদেশ

ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে গত এক দশকে অসামান্য অগ্রগতি করেছে বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলের বাংলাদেশী কৌশল অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কল্যাণেই এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং-এ ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪২তম। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১১১তম।

কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায়

ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে করোনা মহামারি মোকাবেলায় অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে ও সমন্বয়ে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান

দেশে করোনার রোগী শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি করোনাকালে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস চালু রাখার জন্য ৫টি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রস্তাব করেন। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সেবা চালু রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনের পর ৫টি বিষয়ের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে ই-নথি ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

সুরক্ষা

করোনা থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম, ভ্যাকসিনেশনের তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সনদ প্রদানের লক্ষ্যে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা' ওয়েবসাইট চালু করা হয়।

'সুরক্ষা'য় নিবন্ধনের মাধ্যমে টিকা নিয়েছেন

প্রথম ডোজ- প্রায় ১০ কোটি

দ্বিতীয় ডোজ- প্রায় ০৭ কোটি ৫০ লক্ষ

বুস্টার ডোজ- প্রায় ০২ কোটি

সেন্ট্রাল এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CAMS)

সেন্ট্রাল এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে দুস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার পরিবারকে প্রায় ৮৭৫ কোটি টাকা সহায়তা হিসেবে দেওয়া হয়।

করোনা পোর্টাল (www.corona.gov.bd)

করোনা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা বিষয়ক সেবা, জেলাভিত্তিক হট জোন ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য নাগরিকদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে চালু করা হয় করোনা পোর্টাল www.corona.gov.bd। প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কন্টেন্ট সম্বলিত এই পোর্টাল থেকে তথ্য ও সেবা নিয়েছেন ১ কোটি ১৪ লক্ষের বেশি নাগরিক।

কোভিড ট্র্যাকার

এই সিস্টেম ব্যবহার করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিষয়ক সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ করা হতো এবং ম্যাপ বা সারণী আকারে দেখা যেতো। ট্র্যাকার থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে করোনা মোকাবেলায় উপাত্ত নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। এ পর্যন্ত ট্র্যাকারটি ১২,০০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৫,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে।

অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্ম বৈঠক

করোনার সময়ে মিটিং, সভা, সেমিনার চালু রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার টিমের উদ্যোগে চালু করা হয় 'বৈঠক' নামের ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম। মাত্র ৮ মাসে এ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৮৫০টির বেশি মিটিং আয়োজন করে।

জাতীয় ডেটা এনালিটিক্স টাস্কফোর্স

কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশী মেধাবী মানুষদের একত্রিত করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ "জাতীয় ডেটা এনালিটিক্স টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। করোনাকালীন ডাটা এনালিটিক্স ব্যবহার করে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে এ টাস্কফোর্স।

ফুড ফর ন্যাশন

করোনাকালে দেশের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ও কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করার মাধ্যমে সহজে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে "ফুড ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মটি গড়ে তোলা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডাক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ বিভাগ, ই-ক্যাব এবং iDEA প্রকল্প এ উদ্যোগের সাথে যুক্ত ছিল। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'কোরবানি পশুর হাট' নামে ডিজিটাল হাট চালু করা হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ ডিজিটাল হাটে প্রায় ৬৩০০ গরু, মহিষ, ছাগলের নিবন্ধন করা হয়। এটি ভিজিট করেন সাড়ে ৫ লাখের বেশি মানুষ।

হেলথ ফর ন্যাশন

করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যাপক ঝুঁকির মুখে পড়ে। এমতাবস্থায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী স্টার্টআপ, হাসপাতাল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে চালু করা হয় 'হেলথ ফর ন্যাশন' নামে একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

এডুকেশন ফর ন্যাশন

লকডাউন অবস্থায় স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা কার্যক্রম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে iDEA প্রকল্প থেকে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইন্টারঅ্যাক্টিভ এ ক্লাসগুলোতে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের যেমন প্রশ্ন করতে পারতেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীদেরও সুযোগ ছিল শিক্ষকদের সরাসরি প্রশ্ন করার।

৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ শুধু নাগরিক সেবা বিষয়ক কল সেন্টার হলেও করোনাকালে এটি সাধারণ মানুষের অন্যতম আশ্রয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিয়মিত সেবার বাইরে এই কল সেন্টারে করোনা বিষয়ক তথ্যসেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, জরুরি খাদ্য সহায়তা ইত্যাদি যুক্ত করা হয়। শুধুমাত্র করোনা বিষয়ে ৩৯ লাখ কল গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া টেলিমেডিসিনের জন্য ৭৪ লাখ, ত্রাণ বিষয়ে ১৮ লাখ কল গ্রহণ করা হয়েছে লকডাউনের সময়ে।

'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি' অ্যাপ

অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য 'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি' অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪ হাজার চিকিৎসক ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করেছেন।

ফোনে নিত্যপণ্য

লক ডাউনের সময় নাগরিকগণ যাতে ঘরে বসে জাতীয় হেল্প লাইনে (৩৩৩) ফোন করে নিত্যপণ্য ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যে এই সেবাটি চালু করা হয়। নিত্যপণ্যের জন্য ফোনে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ অনুরোধ আসে, যার মধ্যে যাচাই-বাছাই করে ১ লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি অর্ডার ডেলিভারি করা হয়েছে।

ই-হেলথ্ সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন ইউনিট

করোনা আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ, রোগীর মেডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, কাউন্সিলিং, ফলোআপ, কেয়ার গিভার কাউন্সিলিং এবং বিভিন্ন জরুরি সেবা যেমন- অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতালে ভর্তি, খাদ্য ও জরুরি ঔষধ সহায়তা, মরদেহ সৎকার ইত্যাদি বিষয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দিয়েছে এই ইউনিট। করোনাকালীন ৫ লক্ষের বেশি রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মা টেলি-হেলথ সার্ভিস

মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে চালু এই সেবাটি করোনাকালে গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধদানকারী মা এবং শিশুদের সেবা দিয়েছে। প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজারের বেশি মা ও শিশু এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন।

প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার

সৌদিআরব এবং বাহরাইনে বসবাসরত প্রায় ২৪ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশীদের জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানে চালু করা হয়েছে 'প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার'। ইতোমধ্যে ৭৮ জন সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশী ডাক্তারের মাধ্যমে ৩ হাজার সৌদি প্রবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

ভার্চুয়াল কোর্ট

করোনাকালে বিচারিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ৯,০০০ আইনজীবী এই প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত হয়েছেন।

ই-লার্নিং

ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ'-এ কোভিড-১৯ বিষয়ক ১০টি কোর্স যুক্ত করা হয়েছিল। প্রায় ৬৩ হাজার চিকিৎসকসহ ৪ লাখের বেশি প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২ লাখের বেশি প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। চিকিৎসা পেশার সাথে যুক্ত ৩৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করেছেন।

ডিজিটাল ক্লাসরুম

শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রচার করা হয়েছে।

- প্রচারিত অনলাইন ক্লাসের সংখ্যা ৫,৬৬৮
- শিক্ষক যুক্ত ছিলেন ৫ হাজার+
- কন্টেন্ট ভিউ হয়েছে প্রায় ৮ কোটি

'ভার্চুয়াল ক্লাস'

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শ্রেণি কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত রাখতে চালু করা হয় 'ভার্চুয়াল ক্লাস' (www.virtualclass.gov.bd) প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে লাইভ ক্লাস বা ট্রেনিং পরিচালনা, এডুকেশনাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মূল্যায়ন, মনিটরিং এবং সমন্বয় করার প্রযুক্তি যুক্ত ছিল।

'একদেশ' ক্রাউড ফান্ডিং

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চালু করা হয়েছিল 'একদেশ' প্ল্যাটফর্ম।

ডিজিটাল ম্যাপিং চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ' তরুণদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী পরিচালিত ডিজিটাল ম্যাপিং কার্যক্রম। এ ক্যাম্পেইনে প্রায় ৩১ হাজার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এক লাখ ১০ হাজার লোকেশন গুগল ম্যাপ ও ওপেন স্ট্রিট ম্যাপে যুক্ত করা হয়েছে। এই ম্যাপে ৫ হাজার হাসপাতাল, ১৬ হাজার ফার্মেসি এবং ২০ হাজার মুদি দোকান সন্নিবেশিত করার পাশাপাশি ৮৭০টি রাস্তা ম্যাপে যুক্ত করা হয়েছে।

টেলিভিশনে করোনা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ইউনিসেফসহ ৯০টির বেশি সরকারি-বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে করোনা বিষয়ে ১ হাজার ৬১৭টি কন্টেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১১ কোটি ৫০ লাখ নাগরিকের কাছে এসব কন্টেন্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারদের যুক্ত করে 'একাত্তর টেলিভিশন' এবং 'আরটিভি'-তে করোনা হেল্পলাইন প্রোগ্রাম নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নাগরিকদের সরাসরি যুক্ত করে ২০০+ পর্ব সম্প্রচার করা হয় যা ৫ কোটির বেশি দর্শক দেখেছেন।

কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন আশংকাজনকভাবে বেড়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নির্যাতন রোধে সকল নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নারী নক্ষত্র' নামে ১৩ পর্বের একটি টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

সমন্বিত উদ্যোগ

করোনা মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সরকারের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। আর এভাবেই করোনা সংকট মোকাবেলায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ।

৫ টি বিজনেস কনটিনিউটি প্ল্যান

সুরক্ষা অ্যাপে ১২ কোটি নিবন্ধন

বৈঠক প্লাটফর্মে ৮৫০+
মিটিং আয়োজন

ডিজিটাল পশু হাট ভিজিট করেন
৫ লক্ষাধিক মানুষ

৩৩৩ থেকে
করোনা বিষয়ক ৩৯ লক্ষ
টেলিমেডিসিন বিষয়ক ৭৪ লক্ষ
ত্রাণ বিষয়ক ১৮ লক্ষ
কল গ্রহণ ও সেবা প্রদান

মুজিববর্ষ উদযাপন

দুটি কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০ ছিল মুজিববর্ষ, যা ২০২১ সাল পর্যন্ত উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং রূপকল্প-২০২১ এর স্বপ্নপূরণও উদযাপন করা হয় ২০২১ সালে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দুটি বছর উদযাপন করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো তুলে ধরা হলো:

মুজিব শতবর্ষ ওয়েবসাইট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবনের যাবতীয় তথ্য, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই, প্রকাশনা, গবেষণা এবং উদযাপন কমিটির যাবতীয় তথ্য একসাথে, এক জায়গায় রাখার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় মুজিব শতবর্ষ ওয়েবসাইট (www.mujib100.gov.bd)।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট

দেশ-বিদেশের তরুণ উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপকে অনুপ্রাণিত করতে আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প আয়োজন করে 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট-২০২১' প্রতিযোগিতা। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশসহ ৫৭টি দেশের ৭ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ ও উদ্ভাবক এখানে অংশ নেয়। এ প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের ৩৬টি স্টার্টআপকে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এতে এক লক্ষ মার্কিন ডলারের বেশি জিতে নিয়েছে বাংলাদেশি তরুণদের স্টার্টআপ 'ওপেন রিফ্যাক্টরি'।

আমার মুজিব ক্যাম্পেইন

আগামী প্রজন্ম যেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, জীবন দর্শন সম্পর্কে জানতে পারে, সেই আদর্শে নিজেদের জীবন গড়তে পারে, সে লক্ষ্যে দুর্বার-এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় "আমার মুজিব" নামের বিশেষ ক্যাম্পেইন। তিন পর্বের এ ক্যাম্পেইনে ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা, মুজিবের কাছে চিঠি লিখন এবং মুজিবকে নিয়ে রচনা লেখা। মোট ৩৭ লক্ষ কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে।

বিনামূল্যে কোর্সেরা (Coursera) প্রশিক্ষণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশ্ব বিখ্যাত ই-লার্নিং পটফর্ম Coursera-এর সৌজন্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এলআইসিটি প্রজেক্ট এর যৌথ উদ্যোগে Workforce Recovery Program with Coursera শীর্ষক অনলাইন কোর্সের আয়োজন করা হয়। ২০২০ সালের ৮ জুলাই থেকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান এ কোর্সের মাধ্যমে মোট ২০৮৮ জন ৮,৪৬৪টি কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

সাইবার ড্রিল

বিজিডি ই-গভ সার্ট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাইবার ড্রিল-২০২১ আয়োজন করে। সাইবার ড্রিলে যোগ দেওয়ার জন্য দেশের সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৮৩টি টিম রেজিস্ট্রেশন করে এবং মোট ১১০৮ জন শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি -এর 'জিরো বাইট' প্রথম স্থান অধিকার করে। অন্যদিকে, ৩৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সাইবার ড্রিলে সর্বোচ্চ ৫৫ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ৫২ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে বিকাশ।

অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে

১. জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'মুজিববর্ষ' লোগো তৈরি
২. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রেজেন্টেশন
৩. আইসিটি ডিভিশনের ১০০+ কৌশলগত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ
৪. ইউনিরন ডিজিটাল সেন্টারের ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপন
৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত 'শেখ মুজিব আমার পিতা' অবলম্বনে এনিমেশন মুভি নির্মাণ
৬. 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবলম্বনে দ্বিতীয় অ্যানিমেটেড মুভি 'মুজিব ভাই' নির্মাণাধীন
৭. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটি বিশেষ কনসার্ট আয়োজন
৮. বাঙালির মুক্তি সনদ ঐতিহাসিক ৬-দফা' নিয়ে মাসজুড়ে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন
৯. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ২৬টি নির্বাচিত বাক্য নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ এবং ডিজিটাল ভার্সন তৈরি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবন, উদ্যোগ, সাফল্য ও সক্ষমতা তুলে ধরার পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি আইসিটি উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, একাডেমিয়া এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে উদ্ভাবন, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ধারণা ভাগাভাগি করে নেয়ার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডব্লিউসিআইটিএস-এর মত আন্তর্জাতিক নলেজ ইভেন্ট।

স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভাল ২০২৩

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে গত ২৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দেশে প্রথম আয়োজন করা হয় 'স্মার্ট চিলড্রেন কার্নিভাল ২০২৩'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত আয়োজনের শুভ উদ্বোধন করেন। চারদিনের এই আয়োজনে ৬-১৬ বছর বয়সী প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসার ছাত্র- শিক্ষক- শিক্ষিকা, অভিভাবক, পথশিশু, বিশেষ শিশু (ডিজেবল শিশু) এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তরের শিশু পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। পড়ালেখার পাশাপাশি শিশুরা যেন ছোটবেলা থেকেই ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব এবং দলগত কাজের দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, দেশের উন্নয়নের জন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা ছিল এই আয়োজনে।

প্রতিদিন ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১০টি জোনে শিশুদের জন্য ছিল ডিজিটাল অ্যানিমেটেড চিত্রাঙ্কন প্রদর্শন, গেমিং জোন ও কুইজ প্রতিযোগিতা, গল্প উপস্থাপন, রিডিং জোন, ভিডিও ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে অ্যানিমেটেড বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। এছাড়া পারফরমেন্স, জায়ান্ট গেম, রাইডিং জোন, ইমার্সিভ ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টের আয়োজন করা হয়েছে যা সকলেই বিনামূল্যে উপভোগ করেছে।

বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৩

Smart Bangladesh, Endless Possibilities থিম সামনে রেখে বিগত ২৯-৩০ জুলাই দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে ১ম আন্তর্জাতিক "বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৩" আয়োজন করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "স্মার্ট বাংলাদেশ স্টার্টআপ ফান্ড" শীর্ষক ফান্ড অফ ফান্ডস-এর ঘোষণা দেন। দুইদিন ব্যাপী এ ইভেন্টে স্টার্টআপ, এন্টারপ্রাইজ, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, দেশ ও বিদেশের শীর্ষ ও স্বনামধন্য বক্তা এবং প্যানেলিস্ট, প্যানেল আলোচকদের অংশগ্রহণে ৩৫টিরও বেশি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৫০০০+ অংশগ্রহণকারী এবং ১০০০+ স্টার্টআপের উপস্থিতিতে এ সামিট প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। শতাধিক স্পিকার, ২০টির বেশি দেশ থেকে ৭০ জনের বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "স্মার্ট বাংলাদেশ স্টার্টআপ ফান্ড" শীর্ষক ফান্ড অফ ফান্ডস-এর ঘোষণা দেন। এ সামিটে শপআপ, পাঠাও, বিকাশ, টেন মিনিট স্কুল, ইউএনডিপি ইয়ুথ কো-ল্যাব, নগদ, এসবিকে টেক ভেঞ্চার এবং নেক্সট ফান্ডিং- এই আটটি স্থানীয় স্টার্টআপ এবং ইকোসিস্টেম প্লেয়ারকে Bangladesh Startup Award ২০২৩ প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (আইসিপিসি), ঢাকা-২০২২:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের সবচেয়ে বড় এবং মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার ৪৫তম আসরের আয়োজন করে বাংলাদেশ। গত ৬-১১ নভেম্বর আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় ৪২টি দেশের ১৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা-২০২২ এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে থেকে এমআইটির সাথে স্বর্ণপদক পেয়েছে চীনের পেকিং ইউনিভার্সিটি এবং জাপানের ইউনিভার্সিটি অব টোকিও।

ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) ২০২১:

"ICT the Great Equalizer" প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০২১ সালের নভেম্বর (১১-১৪ নভেম্বর) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় এই ইভেন্ট। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ (তৎকালীন) ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি'র ২৫তম আসর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল ৩০টি সেমিনার, মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স, বিটুবি সেশন। অনলাইনে নিবন্ধন করে সেমিনারগুলোতে অংশ নিয়েছেন দেশের তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের

আগ্রহীরা। আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনের সমাপনী দিনে স্টার্টআপ, এডুটেক, স্মার্টসিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও প্রযুক্তি ব্যবসা বিষয়ক ৮টি সেশন/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০:

Socially Distanced- Digitally Connected- প্রতিপাদ্য নিয়ে ৯-১১ ডিসেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজন করা হয় এ আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। এতে আয়োজন করা হয় বিষয়ভিত্তিক মোট ২৪টি সেমিনার। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়াল মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স। কনফারেন্সে মূল বক্তা হিসেবে কি-নোট উপস্থাপনা করেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সরকারের ৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশি-বিদেশি ২০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ভার্চুয়াল স্টলের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ডিজিটাল পণ্য, সেবা এবং উদ্ভাবন তুলে ধরে।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭:

"রেডি ফর টুমরো" (Readz for Tomorrow) স্লোগান নিয়ে ২০১৭ সালে দেশে ৫ম বারের মত আয়োজন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। এতে সেমিনার, কর্মশালা ও দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয়। আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সোশ্যাল রোবট সোফিয়া।

চারদিন ব্যাপী ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ইভেন্টে ছিল তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী, স্টার্টআপ, ই-কমার্স, এক্সপেরিয়েন্স জোন, মেড ইন বাংলাদেশ জোন, আন্তর্জাতিক জোন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে চাকরি মেলা, সেমিনার, কারিগরি অধিবেশনসহ নানা আয়োজন। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের মোট ৪৭টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৭০ জন বিদেশিসহ সর্বমোট ২০০ বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। ভেনুতে উপস্থিত হয়ে ৫ লাখ এবং ২০ লাখের বেশি দর্শনার্থী অনলাইনে এ উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬:

দেশের সবচেয়ে বড় আইসিটি ইভেন্ট 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬' আয়োজন করা হয় ঢাকার বসুন্ধরা এলাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে। Non-stop Bangladesh প্রতিপাদ্য নিয়ে চতুর্থবারের মতো আয়োজিত তিনদিনের (১৯-২১ অক্টোবর) এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ইভেন্টে আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালায় ৫০ জনের বেশি বিদেশীসহ দুই শতাধিক বক্তা, বিশেষজ্ঞ এবং বিনিয়োগকারী উপস্থিত ছিলেন। সরকারের ৪০টি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় এই ইভেন্টে। স্টার্টআপের জন্য ৩৮টি স্টলসহ সর্বমোট ২৬৩টি স্টল ছিল আয়োজনে। ইভেন্টে অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'মিনিস্টেরিয়েল কনফারেন্স', যেখানে মোট ৭টি দেশের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, নীতি নির্ধারকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫:

'ফিউচার ইজ হিয়ার' স্লোগান সামনে রেখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৯ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় এ প্রযুক্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নিয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় 'মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স'। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের মহাসচিব হৌলিন ঝাও। এছাড়া আয়োজন করা হয় ২০টি সেমিনার, ১১টি কনফারেন্স এবং ১৩টি টেকনিক্যাল সেশন, সিএক্সও নাইট এবং ক্লাউড ক্যাম্প। ৪ দিনের এ আয়োজনে ৪৫০,০০০ বেশি দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছিল।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৪:

'নলেজ ফর প্রস্পারিটি' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০১৪ সালের ৭-১৪ জুন আয়োজন করা হয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৪। এটি ছিল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এর দ্বিতীয় আয়োজন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ৪ দিন ব্যাপী এ আয়োজনের বিভিন্ন সেমিনার ও সেশনে ১৪টি দেশ থেকে ৩২ জন বক্তা অংশগ্রহণ করেন। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৪ এর অংশ হিসেবে তিনটি এক্সপো রাখা হয়েছিল। সফটএক্সপো, ই-গভর্নেন্স প্রদর্শনী এবং মোবাইল ইনোভেশন এক্সপো। এছাড়া এবারের আয়োজনে ২৯টি সেমিনার এবং ১০টি টেকনিক্যাল সেশন ছিল।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৪-এ বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী এবং শিশু-কিশোরদের উপস্থিতি ছিল। ৪ দিনের এ ইভেন্টে ৩০০,০০০ বেশি মানুষ নিবন্ধনের মাধ্যমে ভেন্যুতে প্রবেশ করেন।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১২:

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবন, উদ্যোগ, সাফল্য ও সক্ষমতা তুলে ধরতে 'সমৃদ্ধির জন্য জ্ঞান (নলেজ টু প্রস্পারিটি)' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০১২ সালের ৬-৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১২'। ৩ দিনের এ আয়োজনে ১৪ টি দেশের প্রতিনিধি, দেশ-বিদেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা, পণ্য এবং উদ্ভাবন প্রদর্শন করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের উদ্ভাবিত ই-সেবা তুলে ধরে। এছাড়া আয়োজন করা হয় মোট ৩৫ টি কনফারেন্স, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ।

ই-এশিয়া ২০১১:

ই-এশিয়া-২০১১ ছিল বাংলাদেশে প্রথম আয়োজিত তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক আয়োজন যা ২০১১ সালের ১-৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ই-এশিয়া মূলত এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত, প্রযুক্তিগত সেবা এবং কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ও মত বিনিময়ের অন্যতম বৃহৎ প্লাটফর্ম যার মূল আয়োজক দেশ ভারত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ০১ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে ই-এশিয়া-২০১১ শুভ উদ্বোধন করেন। আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিল Realising Digital Nation।

তিন দিনের এ আয়োজনে ৩০ টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এখানে বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, কানেকটিং পিপল, সার্ভিং সিটিজেন এবং ড্রাইভিং ইকোনমি - এ চারটি বিষয়ে মোট ৫টি কনফারেন্স, ৩০টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, আয়োজন এবং অর্জন:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং "সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) এর সহযোগিতায় প্রতি বছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য "চাকুরী মেলা" আয়োজন করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে আয়োজিত এ মেলার মাধ্যমে ৩৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকুরি নিশ্চিত করা হয়েছে। আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "চাকুরী মেলা ২০২০" ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিবন্ধন করেন। চাকুরী প্রদানকারী ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। নিবন্ধকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ জনকে চাকুরী প্রদান করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উদযাপন:

২০২১ সালের ১৮ অক্টোবর দেশে প্রথম উদযাপন করা হয় 'শেখ রাসেল দিবস ২০২১'। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের "তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভলেপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এনডিডি) সহ সবধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে ৬৬টি, রাজশাহীতে ৮৩টি, খুলনায় ৯৩টি, বরিশালে ৬৪টি, চট্টগ্রামে ১০৩টি, সিলেটে ৫৮টি, ফরিদপুরে ৪৭টি, এবং রংপুরে ৮৬টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। সমাজের অবহেলিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শেখ রাসেলের জন্মদিনে উপহার হিসেবে নতুন ল্যাপটপ পেয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হন। ২০২২ ও ২০২৩ সালেও শেখ রাসেল দিবস উদযাপন করা হয়।

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১:

বাংলাদেশ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত "আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড-২০২১" এর আয়োজকের দায়িত্ব পালন করে এবং অত্যন্ত সফলভাবে এ আয়োজন সম্পন্ন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-সহ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ এবং টেকনোহেভেন কোম্পানি লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১' উদ্বোধন করা হয় ২০২১ সালের ৮ অক্টোবর। এ প্রতিযোগিতায় ১২টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

চতুর্থ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২১:

বাংলাদেশ দলের ধারাবাহিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে চতুর্থবারের মতো আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২১ (১৭ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর)। মোট ৫টি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়- রোবট ইন মুভি, ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি, রোবট গ্যাদারিং, রোবটিক কুইজ এবং রোবটিক্স কুইক কুইজ। এর মধ্যে তিনটি প্রতিযোগিতা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ২৩তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের দল গঠনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্বের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্বে দেশের ৬৪টি জেলা থেকে ১১২৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড ২০২১:

চতুর্থ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডে নির্বাচিত সেরা দলগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ১৬ সদস্যের বাংলাদেশ দল নির্বাচন করা হয়। আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে মোট ১৫টি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে রয়েছে চারটি স্বর্ণ, দুইটি রৌপ্য, পাঁচটি ব্রোঞ্জ ও চারটি টেকনিকাল পদক। আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের নির্ধারিত থিম ছিল 'সামাজিক রোবট'। করোনা পরিস্থিতিতে এ বছর অনলাইনে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার দেগু শহর থেকে এ অলিম্পিয়াড পরিচালনা করা হয়।

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০২১:

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে 'যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ' ২০২১ সালের ২০-২১ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অনলাইনে আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে ১৩টি দেশের ৩৮৫ জন প্রতিযোগী ৪টি বিভাগে (শারীরিক, দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ এবং এনডিডি) অংশ নেয়। বাংলাদেশ দলের মোট ১৯ জন নির্বাচিত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ৪টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেন।

এর আগে ২০২০ সালের ২১ নভেম্বর যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সারাদেশ থেকে মোট ১৫৭ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২১:

'জানুক সবাই দেখাও তুমি'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আইসিটি ও প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে ও তাদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা যাচাই করার জন্য "ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি)" আয়োজন করা হয়। দেশের হাই স্কুল ও কলেজের ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণী এবং সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংকে জনপ্রিয় করার জন্যই এ আয়োজন। জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

পঞ্চম ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনজিপিসি)-২০২১:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-এর আয়োজনে ২০২১ সালের ১লা ডিসেম্বর আয়োজন করা হয় ৫ম 'ন্যাশনাল গার্লস প্রোগামিং প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠান। সারাদেশ থেকে ৪৯টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১২৫টি দল এনজিপিসি-২০২১ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বুয়েট শিক্ষার্থীদের দল 'BUET A Team Has No Name', প্রথম রানার আপ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'JU Ordinary' এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'RUET RecycleBin'। পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ১ লাখ টাকা, ১ম রানার্স আপ পেয়েছে ৫০ হাজার টাকা ও ২য় রানার্স আপ পেয়েছে ৩০ হাজার টাকা, সনদ, ট্রফি ও পদক। এছাড়া শীর্ষ ১০টি দলকে সম্মাননা, সনদ ও পদক দেওয়া হয়।

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০:

ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মেধাবী তরুণ-তরুণরা যাতে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয় সে বিষয়টি উৎসাহিত করতেই ২০২০ সালের জুলাই মাসে হংকং-এ প্রথম আয়োজন করা হয় "আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড"। আন্তর্জাতিক এ আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য দেশ থেকে সেরা টিম বাছাই করতে স্থানীয়ভাবে আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড। এ আয়োজনে দেশসেরা ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী ৬০টি টিম হিসেবে নিবন্ধন করে। এখানে মোট ২৬টি প্রজেক্ট জমা পড়ে। নির্বাচিত সেরা ১০টিসহ মোট ১২টি টিম জুলাই মাসে হংকং-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড (আইবিসিওএল) ২০২০ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

আইডিয়াথন ২০২০:

মুজিববর্ষ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১০০টি উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগ হচ্ছে আইডিয়াথন। উদ্ভাবনী স্টার্টআপের খোঁজে 'লেটস স্টার্ট ইউ আপ' স্লোগানে শুরু হওয়া বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সারাদেশ থেকে ৩১৪৭ জন আবেদন করেন। কয়েক দফা যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ৩০টি দল অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার হিসেবে ছিল বিজয়ীদের দক্ষিণ কোরিয়াতে ৬ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ, ইনকিউবেশন, ফান্ডিং, আন্তর্জাতিক পেটেন্টসহ বিভিন্ন সুবিধা।

জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) ২০২০:

ঢাকার মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) ক্যাম্পাসে ২০২০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই ইভেন্টে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে (আইওআই) অংশগ্রহণকারী তিনটি দলসহ দেশের ৭৮টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০টি দল অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিজিডি ই-গভ সার্ট এর উদ্যোগে "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০" উপলক্ষে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ও স্বতন্ত্রভাবে ২৩৩টি দলে ১ হাজার ৬ জন এতে অংশ নেয়।

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০১৯:

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানের পুকইয়ং ইউনিভার্সিটিতে ২০১৯ সালের ২৫ নভেম্বর তরুণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০১৯' প্রতিযোগিতার একটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ প্রথম পুরস্কারসহ মোট দুটি পুরস্কার পেয়েছে। শ্রবণ, স্বাভাবিক বিকাশ, দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এ চারটি ক্যাটাগরিতে ই-টুল চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়াসহ ২০টি দেশের ৩০০+ প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২০১১ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিসি):

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আয়োজনে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে ১৯০টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানার্সআপ এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

চতুর্থ ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০১৯:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-এর আয়োজনে গত ২৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় 'ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠান। সারাদেশের ৮০টি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩৫জন প্রতিযোগি ১৪৫টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশের শিশু-কিশোরদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করতে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সারাদেশের ১৮০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেশব্যাপী 'জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮' আয়োজন করে। একই বছর ৩০ অক্টোবর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিপিও সামিট :

বিপিও খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপিও খাতের অবস্থানকে তুলে ধরতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং BACCO যৌথভাবে ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর "বিপিও সামিট বাংলাদেশ" সফলভাবে আয়োজন করেছে।

বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো:

দেশীয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার শিল্পের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ২০১৫ সাল হতে ''বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো'' আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে এ মেলাটি ''ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯'' নামে আয়োজন করা হয়, যার স্লোগান ছিল 'মেড ইন বাংলাদেশ'।

এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স:

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (এপিআইসিটিএ বা অ্যাপকিটা) অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে ৬৬ জন বিচারক ১৭টি বিভাগের ১৭৭টি প্রকল্প বাছাই করেন। বাংলাদেশ থেকে ৪৭টি প্রকল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অ্যাপিকটা উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ বিদেশী অতিথি বাংলাদেশে আসেন।

আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প:

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটিপ্রকল্প দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আইটি প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

দুর্বার প্লাটফর্ম থেকে 'আসল চিনি' ক্যাম্পেইন:

তরুণদের ভালো কাজে সম্পৃক্ত করতে এবং সুনাগরিক হতে উদ্বুদ্ধ করতে এলআইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে তরুণদের জন্য "ডিজিটাল বাংলাদেশে আমরা দুর্বার" স্লোগানকে সামনে নিয়ে 'দুর্বার' নামে একটি প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মে সারাদেশ থেকে ৩০ হাজার তরুণ-তরুণী সংযুক্ত।

মিথ্যা ও গুজবের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে জানাতে, মিথ্যা ও গুজব কীভাবে চেনা যায় এবং প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত করতে, তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে 'আসল চিনি' নামের ক্যাম্পেইন চালু করা হয়। ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দুর্বারের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার এবং ইউটিবের সাহায্যে ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে রিচ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ১২ লক্ষের বেশি নাগরিক এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছিলেন।

ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স:

বিশ্বে আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান রয়েছে। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই যাতে আয় করে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য সরকারের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প থেকে সারাদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হচ্ছে। আরও ব্যাপক সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে উঠায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এতে সারাদেশ থেকে প্রায় ২,৫০০ ফ্রিল্যান্সার অংশগ্রহণ করেন।

অন্যান্য ইভেন্ট

বিগত বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানা ইভেন্টস আয়োজন ও দিবস পালন করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭,
- উন্নয়ন মেলা ২০১৬,
- ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬,
- অনলাইনে নারীর নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন-২০১৭,
- শেখ হাসিনা উদ্যোগ-ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন-২০১৬-১৮,
- জাতীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন পুরস্কার ২০১৬ ও ওয়ার্ল্ড সামিট ২০১৬,
- ন্যাশনাল হ্যাকাথন ফর উইমেন,
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস,
- ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস,
- সোস্যাল মিডিয়া এক্সপো ২০১৭,
- উন্নয়ন মেলা ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ (দুইবার),
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬,
- Women ICT Frontier Initiative (WIFI) - ২০১৭
- আইসিটি অস্কারখ্যাত অ্যাপিকটা পুরস্কার প্রদান- ২০১৭
- আইসিটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং আরও অনেক ইভেন্ট।

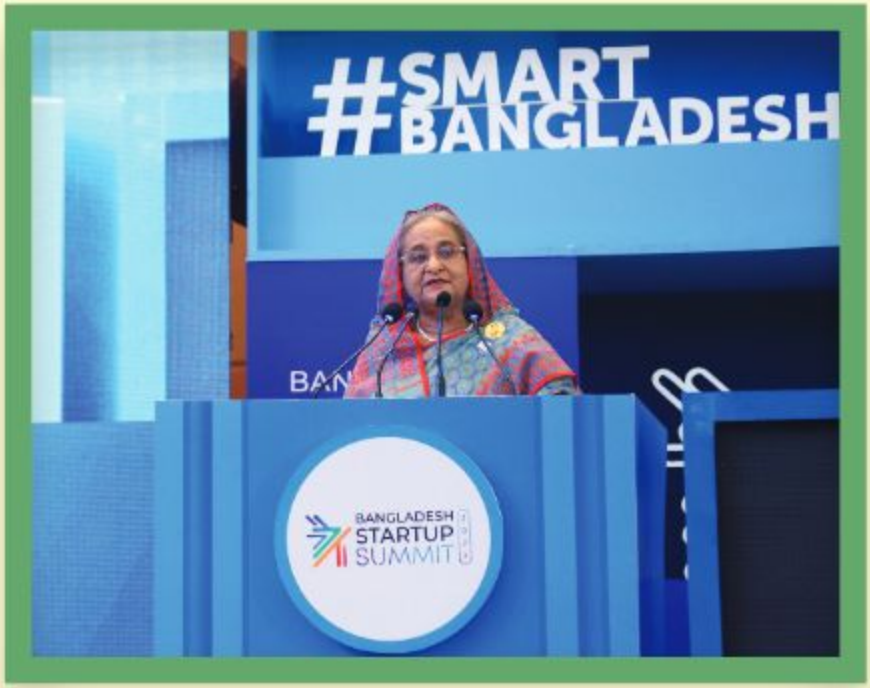
#SMART
#BANGLADESH
BANGLADESH
STARTUP
SUMMIT

উল্লেখযোগ্য আইন ও নীতিমালা

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা কাজে লাগাদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), রোবোটিকস, ব্লকচেইনের মতো প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কী প্রভাব ফেলবে ও আমাদের করণীয় কী সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যেসব আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

আইন:

- সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩
- এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই) আইন- ২০২৩
- ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ (খসড়া)
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি, ২০২০
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন (সংশোধন), ২০১৪
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন), ২০০৯
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন), ২০১৩
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০

নীতিমালা

- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ (সংশোধিত)
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫ (সংশোধিত)
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০১৬
- সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮
- মেড ইন বাংলাদেশ নীতিমালা (প্রক্রিয়াধীন)
- ন্যাশনাল স্টার্টআপ পলিসি (খসড়া)

বিধিমালা

- সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ অনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯
- তথ্যপ্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক ওয়্যার হাউজিং স্টেশন বিধিমালা, ২০১৫
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ও স্ট্রাটেজি

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ডিজিটাল নিরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন, ২০২২
- জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০২৩ (প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন)
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি, ২০২০
- সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি (২০২১-২০২৫)
- ন্যাশনাল ইন্টারনেট অব থিংস স্ট্রাটেজি, ২০২০
- ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স বাংলাদেশ, ২০২০
- ন্যাশনাল ব্লকচেইন স্ট্রাটেজি বাংলাদেশ, ২০২০
- স্ট্রাটেজি টু প্রোমোট মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ক্যাপাসিটি ইন বাংলাদেশ, ২০২০
- ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর রোবোটিকস ইন বাংলাদেশ, ২০২০
- মেড ইন বাংলাদেশ স্ট্রাটেজি ২০২২
- ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২০ (খসড়া)
- সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন নীতিমালা, ২০২০ (খসড়া)
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০
- ক্লাউড কম্পিউটিং পলিসি ২০২১
- স্ট্রাটেজি টু প্রোমোট মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ক্যাপসিটি ইন বাংলাদেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্প লক্ষ্যমাত্রা

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্প: লক্ষ্যমাত্রা

স্মার্ট নাগরিক

- নাগরিকদের ডিজিটাল দক্ষতা ২০২৫ সালে ৫০%, ২০৩১ সালের মধ্যে ৭৫% এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৯০% এর বেশি নিশ্চিত করা
- নাগরিকদের জন্য স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার ২০২৫ সালে ৬০%, ২০৩১ সালের মধ্যে ৮০% এবং ২০৪১ সাল নাগাদ শতভাগে উন্নীত করা
- ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট পরিচয়পত্রের সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা
- নাগরিকগণ যাতে ই-পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের সেবা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারেন ২০২৫ সালের মধ্যে সে ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- "ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান সীড" কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

স্মার্ট অর্থনীতি

- ক্যাশলেস লেনদেন ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০% এর বেশি এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা
- ২০৪১ সালের মধ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের উন্নীত করা এবং দারিদ্র্যের হার শূন্যে নিয়ে আসা
- ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নির্ভর Centre of Excellence গড়ে তোলা এবং ২০৪১ সালে ব্যবসা সহজ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা
- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫টি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫টি এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৫০টি স্টার্টআপ ইউনিকর্ন গড়ে তোলা
- উচ্চগতি ও নির্ভরশীল ব্রডব্যান্ড-এর ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ৭০%-এর বেশি করা এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা

স্মার্ট সরকার

- ২০২৫ সালের মধ্যে কাগজবিহীন, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা কাগজবিহীন ও পারসোনালাইজ করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা
- ২০২৫ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাক এর মাধ্যমে ৩০% এর বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ৫০% এর বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা সহজলভ্য এবং আন্তঃচলমান করা
- ২০২৫ সালের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য স্মার্ট ড্যাশবোর্ড তৈরি করা, ২০৩১ সালের মধ্যে আন্তঃচালিত ড্যাশবোর্ড এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সরকারের সকল সিদ্ধান্ত উপাত্তনির্ভর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করা
- জাতিসংঘ ই-গভ ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সাল নাগাদ ১০০ এর মধ্যে, ২০৩১ সালে ৭০ এর মধ্যে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৫০ এর মধ্যে নিয়ে আসা
- প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করে ১২% এর বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৭% এর বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২২% এর বেশি করা

স্মার্ট সমাজ

- ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% এর বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে শতভাগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা
- ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তিগত-চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা প্রদান
- গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০তম, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালে প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে উন্নীত করা
- স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম-এই সূচকে ২০২৫ সালের মধ্যে 'ডিজিটালি নেটিভ' হওয়া, ২০৩১ সালের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- ২০২৫ সালের মধ্যে সবার জন্য ডিজিটাল অ্যাক্সেস সুবিধাসম্পন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা এবং 'গ্লোবাল ইকুয়ালিটি সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে সকলের সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সহনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সকল সরকারি কর্মকাণ্ডে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি সমাজ গড়ে তোলা

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্প স্তম্ভসমূহ

সরকারি
তথ্য ও সেবা
৩৩৩

জাতীয়
জরুরি সেবা
৯৯৯

সাইবার নিরাপত্তা
হেল্পডেস্ক
১০৪

স্মার্ট লিডারশিপ ফর স্মার্ট বাংলাদেশ

www.sla.gov.bd

সহযোগিতায়

EDGE

BANGLADESH COMPUTER COUNCIL